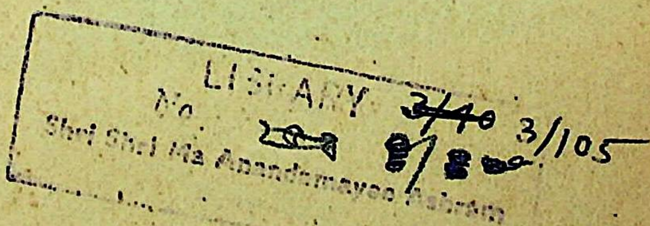
শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু

কৃত

সংকীর্ত্তন পদাবলী





প্রকাশক

মহানাম সম্প্রদায়

৫৯, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা

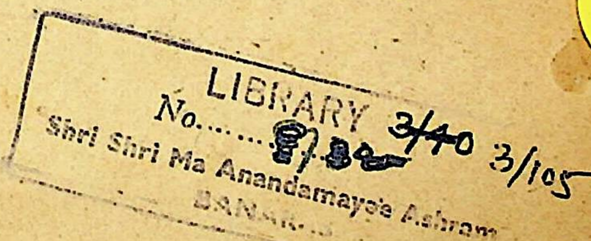


শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু

কৃত

সংকীৰ্ত্তন পদাবলী

(নূতন ভাবে সজ্জিত)



মহানাম সম্প্রদায় হইতে
প্রকাশিত
৫৯, মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।



শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর শ্রীকরাঙ্কিত

অবিকল ব্লক

৪॥

আয় নাগরী নাগরে রাধা, নাগরী নিত্যকার বাধা,
অশ্রু মনে সাজে সীমন্তিনী॥
চরণে নূপুর-বালা, কটীতে ঘুঙুর-মালা,
গলে রাই বাঁধিল কিঙ্কিণী॥
নূপুর পরিল হাতে, বকুল দিল তাতে,
শিরোপরে মকর কুণ্ডল॥
শ্রবণে বেসর পরে, কজ্জল চারু অধরে,
চক্ষে বহে ভার-অশ্রুজল॥

৫॥

ধায় কমলিনী, যেন পাগলিনী,
হাতে বনফুল-মালা;
ভরম সরম, ধরম করম,
পাসরে রাধাবালা॥
বালিছে লাজিতা, হইয়ে পুলকিতা,
বাহির বাহির প্যারী;
যদি হেন সাজে, ভেট নটরাজে,
হাসিবে বরজ-নারী॥

শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলী ৫০ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু
কৃত

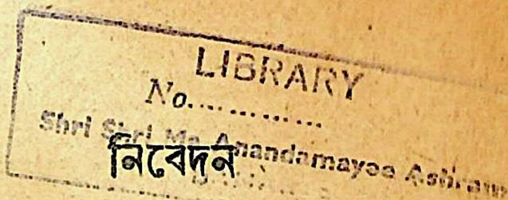
সংকীর্ত্তন পদাবলী

(নূতন ভাবে সজ্জিত)

মহানাম সম্প্রদায় হইতে
প্রকাশিত
৫৯, মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।





নিবেদন

বৈষ্ণবে রুচি শুদ্ধাভক্তি গোপীভাব কৃষ্ণরস
যুগল প্রেম ইহার উপরে আর কিছুই নাই— বন্ধুবাণী

"গান মধ্যে কোন গান জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলী যেই গীতের মর্ম্ম" ॥

—রায় রামানন্দ

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের পদ পদাবলী কাব্যজগতে নূতন বস্তু নহে। বাংলার বৈষ্ণব কবিকুলের প্রাণ-নিঙড়ান শুদ্ধ মধুরিমায় যে চির পুরাতন রসোন্মাদনা নিত্য নবায়মান, শ্রীশ্রীপ্রভুর পদে তাহারই মূর্চ্ছনা। ব্রজবনের যে নির্ম্মল পিরীতি প্রবাহে বাংলার নিমাই নিতাই হাবুডুবু খাইয়া "অমিয়া মথিয়া বিস্তার" করিয়াছেন—ফরিদপুরের আঁধার কুটিরে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর তাহারই অতলস্পর্শী তলদেশে নিমর্জ্জমান। স্বয়ং আস্বাদনকারী পদ বাঁধিয়াছেন, তাই ইহার মাধুর্য্য নিরুপম। শ্রীশ্রীপ্রভুর লিখনী হইতে লেখা বাহির হইত যেন হরজটা হইতে সুরধুনী ধারা। নিরবচ্ছিন্ন মহাভাবাবিষ্ট সে মহামানস সরোবর হইতে নিখুঁত নিটোল পদকদম্ব স্বতঃ উৎসারিত হইত। চিন্তা নাই ভাবনা নাই এতটুকু কাটাকুটি সংযোজন বিযোজন সংশোধন নাই। নির্ম্মল নির্দ্দোষ গীতলহরী হরিদ্বারের গঙ্গাধারার মত ঝরঝর তরতর বহিয়া চলিত। আশাপাশে যারা থাকিত সবাই ভিজিত—আজও ভিজে চিরকালই ভিজিবে। চিরসন্তপ্ত এ সাহারার শস্য ফলাইতেই ইহার আবির্ভাব। চির পুরাতনের এ আবির্ভাব নিত্য নব নব।

প্রায় পঞ্চিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল পদ পূজ্যপাদ দাদা শ্রীযুত সুরে- চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া পদাবলী কীর্ত্তন নাম দিয়া প্রকা- করিয়াছিলেন। এই সংস্করণে আমার কৃতিত্ব বিন্দুমাত্রও নাই। সংগৃহী বস্তুকেই মাত্র লীলার পাঠানুসারে সাজাইয়া প্রকাশ করা হইল। পুরোভাগে শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত গানটির অবিকল ব্লক এই সংস্কর- অভিনব।

শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত পদগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ায়, কয়েক বৎস- পূর্ব্বে শ্রীশ্রীপ্রভুর পরম কৃপাভাজন এক ভক্তপ্রাণ উহার নূতন সংস্ক- করিবার জন্য আমার হাতে কিছু অর্থ অর্পণ করেন। তাহা দ্বারা অ- বৎসর পূর্ব্বে সংকীর্ত্তন পদামৃত প্রকাশিত হইয়াছিল। বাদবাকী অ- দ্বারা এই সংকীর্ত্তন পদাবলী প্রকাশিত হইলেন। দেশের রাজনৈতি- বিপর্য্যয় ও অন্যান্য ঘাত প্রতিঘাতের দরুণ শুভ কার্য্য সম্পাদনে এত কা- বিলম্ব হইল। এজন্য এ জীবাধম তাহার চরণে ও ভক্তবৃন্দের চর- ক্ষমা প্রার্থী।

শ্রীশ্রীপ্রভুর "উদ্ধারণ গ্রন্থ" শ্রীহরিকথা গ্রন্থখানি ও বাজারে নাই। প্র- ভক্তের মুখাপেক্ষী হইয়া প্রকাশের অপেক্ষায় আছেন। আশা করি শীঘ্র কেহ কৃপা দৃষ্টিপাত করতঃ হরিকথা রসে ভক্তগণ সঞ্জীবিত করিবেন।

মধু ব্রহ্মের মধু লেখনী জয় যুক্ত হউক।

দাসাভাস
মহানাম ব্রত

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু

কৃত

শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলী

আবাহন।

কোথা হরি, গৌরহরি, এস এস নদীয়াবিহারী।
প্রভু বিশ্বম্ভর, ভার হর, বিতর করুণাবারি॥

১। অধম অজ্ঞান মুই অতি দুরাচার।
দয়া করে' এ পামরে করহে নিস্তার॥
(প্রভু নিস্তার হে) (অধম চণ্ডাল বলে')

২। সংসার জ্বালায় জ্বলে' মরি নিশিদিন।
কটাক্ষ কি হবে প্রভু মুই দীনহীন॥
(দয়া হবে কিহে) (মুইত ভকতিহীন)

গড় খেমটা।

৩। মুই জীবাধম, ভজন অক্ষম,
রিপু সঙ্গে সদা গতি।
শকতি বিতরি', যা করহে হরি,
মুই অতি দুষ্ট মতি॥

৪। করুণাবতার, কহে ত্রিসংসার,
বারেক কটাক্ষ কর।
মুই হে পতিত, ত্রিতাপে তাপিত,
ত্বরায় এসে কেশে ধর॥

ঠুংরি।

৫। কোথা গৌর গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস।
কোথা প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম হরিদাস॥
(প্রভু কোথা আছ হে) (দেখা দিয়ে শীতল কর)
(এই পতিতে নিস্তার কর)

৬। কোথা রূপসনাতন শ্রীজীব গোপাল।
লোকনাথ রঘুনাথ ভূগর্ভ দয়াল॥
(হায়, তোমরা কোথায় আছ হে) (এসে দেখা দাও)
(বিষয়-বিষে জ্বলে' ম'লাম)

৭। রামচন্দ্র নরোত্তম পদে সদা আশ।
তরাসে শরণ মাগে জগদ্বন্ধু দাস॥
(অন্য সাধ নাই, সাধ নাই) (দুটি রাঙ্গা চরণ বিনা)
(দয়া কর এ অধমে)



গৌরগোষ্ঠ।

তাল—লোফা।

প্রভাতে শচীর দ্বারে নিত্যানন্দ রায়।
(নিতাই সেজে যে এল রে) (ভক্তগণ সঙ্গে করে)
(কুসুম চন্দন করে) (চারুফুলহার করে)
(সাজাইতে নিমাইয়েরে) (গোষ্ঠে নিতে নিমাইয়েরে)
উঠ রে নিমাই বলি ডাকে উভরায় ॥
(ঘন ঘন যে ডাকে রে) (নিমাই নিমাই, নিমাই বলে)
(উঠরে নিমাই বলে)

১। পূরব আকাশে অই অরুণ উদিল।
(অই উঠিল উঠিল) (পূরব আকাশে ভানু)
(বিকাশি বিমল তনু)
সকল ভকতগণ সাজিয়া আইল ॥
(তারা সেজে যে এল রে) (সকল ভকতবৃন্দ)
(তুমি এস রে নয়নানন্দ) (তুমি এস রে হৃদয়ানন্দ)
(এস এস গদাধরানন্দ) (এস এস রে আনন্দকন্দ)
(একবার দেখি বদনারবিন্দ)

তাল—গড় খেমটা।

২। পূরিল গগন বন বিহগের রোলে।
(গগন পূরিল রে) (বিহগগণের রোলে)
(ফুলভরে তরু দোলে) (এস রে ভাই করি কোলে)

কত নিদ্রা যাও ভাই জননীর কোলে।
(কত ঘুমাবি ভাই) (গোঠে যাবার বেলা হল)
(কত নিদ্রা যাবে বল) (ও তোর, সঙ্গিগণ সেজে এল)
(ভাইরে ত্বরা উঠে গোঠে চল)
মোরাও মায়ের ছেলে তুমি একা নও।
(তুমি একা নও ভাই) (মোরাও মায়ের ছেলে)
নিতি নিতি কেন ভাই ঘুমাইয়ে রও॥
(কেন ঘুমায়ে রবি) (নিতি নিতি ঠাকুর হ'য়ে)
(মায়ের কোলে ঠাকুর হ'য়ে) (মোরা, সবে আছি দাঁড়া'য়ে)

তাল—ঠুংরি।

৩। গোঠে চল বেলা হল, চল রে সাজিয়ে।
(ত্বরা এস এস ভাই) (গগনে হইল বেলা)
(কখন করিব খেলা)
তোর আশে মোরা দ্বারে আছি দাঁড়াইয়ে॥
(সবে চেয়ে আছে ভাই) (নিমাইরে তোর আসার আশে)

তাল—গড় খেমটা।

৪। এস রে নিমাই, পরাণের ভাই,
গগনে হইল বেলা।
তোরে ল'য়ে সঙ্গে, প্রেমরসরঙ্গে,
করি হরিনাম খেলা॥

৫। সবে ফিরে ফিরে, সুরধুনী তীরে,
করি হরি সংকীর্ত্তন।
ভক্তগণ সনে, সুধা বরিষণে,
ধন্য করি ত্রিভুবন॥

তাল—দশকুশী।

৬। নিতাই ডাকিছে দ্বারে, আর না থাকিতে পারে,
অমনি উঠিল রসগোরা।
আর কি রইতে পারে গো) (ডাকে নিত্যানন্দ রায়)
(অমনি উঠে দাঁড়ায়) (ও সে, ভকতবৎসল রায়)

৭। কষিত কাঞ্চন-তনু, ভ্রূযুগ ফুলধনু,
কামিনীগণের মনচোরা॥
(এত মনচোরা গো) (নবরসের গোরাচাঁদ)
(এ যে, ভকত হৃদয় চাঁদ) (এ যে, পেতেছে রূপের ফাঁদ)

তাল—ঠুংরি।

৮। সাজাইল শচীমাতা আপন দুলালে।
অলকা তিলকা রেখা পরাইল ভালে॥
(শচী, পরা'ল পরা'ল) (অলকা তিলকা রেখা)
(চূড়াতে ময়ূরপাখা) তাহে, রাধা নাম আছে লেখা)

৯। করেতে বলয় চারু, চরণে নূপুর।
কটিতে নীলবাস মরি কি মধুর॥

(ও তার কত বা শোভা গো) (চরণে হেম নূপুর)
(নূপুর বাজে মরি কি মধুর)

১০। চাঁচর চিকুরে চূড়া, গলে হেম হার।
ক্ষীর সর চাঁদমুখে দেয় বারে বার
(চাঁদ, মুখে যে দিল রে) (দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর)
(সুখে, নাচে গোরা রসবর)

তাল—একতালা।

১১। কোলে করি' নিতাইয়ের করে কর দিল রে।
(শচী সঁপে' দিল) (নিতাইয়ের করে করে)
(প্রাণ গৌরাঙ্গের করে) (ও সেই, নিত্যানন্দের করে করে)
(ও তার, বসন ভিজে স্তননীরে) (ও সে, ভাসিছে নয়ননীরে)
দাস জগতের মনে আনন্দ হইল রে॥
(সবে হরি বল) (প্রাণ গৌর গোঠে যায়) (গদাধর বামে দাঁড়ায়)
(ভক্তগণ সঙ্গে ধায়) (বন্ধু ভাসে নয়ন ধারায়)

গৌরগোষ্ঠ।

তাল—লোফা।

ধর ধর নিত্যানন্দ অনুজ তোমার।
(নিতাই ধর ধর বাপ) (তোমারি অনুজ বটে)
(তুমি রেখ সদা সন্নিকটে)

তোর হাতে সঁপে' দিনু নিমাই আমার ॥
(তোরে সঁপে' দিনু বাপ) (আমার নিমাই চাঁদে)
(এস ফিরে নির্ব্বিবাদে)

১। রহিলাম শূন্য ঘরে শুনরে নিতাই।
(সব দেখেতো গেলি বাপ) (যে ভাবে রহিনু ঘরে)
(সঁপে' দিয়ে করে করে)
অচিরে আসিও ফিরে নিতাই নিমাই ॥
(ত্বরায় এস এস বাপ) (জীবন তোমার হাতে দিলাম)
(শূন্য ঘরে পড়ে' রইলাম)

গড় খেমটা।

২। ক্ষুধায় অমনি, দিও ক্ষীর ননী,
দিয়াছি অঞ্চলে বেঁধে।
শুকাইলে মুখ, না হ'য়ে বিমুখ,
আপনি দিও রে সেধে ॥

৩। অচিরে দু'ভাই, নিমাই নিতাই,
নেচে নেচে এস ঘরে।
পথ নিরখিয়ে, রহিনু পড়িয়ে,
সঁপে' দিয়ে করে করে ॥

৪। অদূরে রহিয়ে, দূরে না যাইয়ে,
রাখিবে আপন সাথে।

রবি তাপ হ'লে, র'বে তরুতলে,
হাত দেহ মোর মাথে ॥

৫। শুন গো জননী, নিমাই এখনি,
এনে দিব করে করে।
এত বলি সব, করি জয় রব,
যায় সুরধুনী তীরে।

ঠুংরি।

৬। ধবলী শ্যামলী বলি ডাকে গোরারায়।
বুঝিয়ে নিতাইচাঁদ বদন বাজায় ॥
(নিতাই বাজায় বাজায় গো) (শিঙ্গার শবদ করে)
(ধায় সব পরিকরে)

৭। হেরি পারিষদ সব আনন্দে মগন।
চৌদিকে বেড়িয়ে করে নাম সংকীর্ত্তন ॥
(সব মাতোয়ারা গো হরিনাম সংকীর্ত্তনে)
(নাচে আনন্দিত মনে)

৮। অদ্বৈত হুঙ্কারে প্রেম সিন্ধু উথলিল।
বন্ধু ভণে ভক্তগণে ডুবিয়া রহিল ॥
(আহা ডুবে যে র'ল রে) (রাধা-প্রেম-বন্যাজলে)
(বন্ধু সাঁতারিয়ে চলে)

গোষ্ঠ।

তাল—একতালা।

প্রভাতে প্রফুল্ল প্রাণে সকল রাখাল।
আসিছে নন্দের দ্বারে ল'য়ে ধেনুপাল॥
(তারা ধীরে যে যায় রে) (ধেনু বৎস ল'য়ে সুখে)
(মধুর সংগীত মুখে)

১। অগ্রে আসিছেন রাম রোহিণীনন্দন।
ধবল পর্ব্বত পাশে যথা তরুগণ॥
(রামের, কিবা শোভা রে) (যেন শ্বেত গিরিবর)
(কম্পে ক্ষিতি থর থর)

তাল—গড় খেম্‌টা।

২। শ্রীদাম সুদাম দাম শ্রীমধুমঙ্গল।
বসুদাম বলভদ্র সঙ্গেতে সুবল॥
(তারা সেজে যে এলো) (হস্তেতে পাচনী সাজে)
(আনিতে রাখালরাজে)

তাল—লোফা।

৩। ব্রজের গোধন মাঝে, কিশোর সুবল রাজে,
বাপী নীরে যেন কোকনদ।
(যেন কোকনদ রে) (ধেনু বৎস মাঝে সুবল)
(ও তার প্রস্ফুটিত মুখকমল)

৪। বুঝি গগনের শশী, ভূতলে পড়েছে খসি,
স্বর্ণ সরোরুহ দু'টী পদ॥
(কিবা পদ দু'টী রে) (নখরে অলক্ত-বিন্দু)
(তথায় পড়ে' আছে কত ইন্দু)

তাল—ঠুংরি।

৫। নন্দরাজ-দ্বারে আসি হ'ল উপনীত।
কোথা রে কানাই বলি ডাকিছে ত্বরিত॥
(ঘন ঘন যে ডাকে রে) (কানাই কানাই বলে' সবে)
(জাগাইতে প্রাণ কেশবে)

দশকুশী।

৬। গগনে উঠল ভানু, উঠ রে জীবন কানু,
আসিয়াছি সকল রাখাল।
গোঠে যাবার বেলা হ'লো, কত নিদ্রা যাবে বল,
এস এস ও রে নন্দলাল॥

৭। বিভাবরী হ'লো ভোর, ধবলী শ্যামলী তোর,
দরশন তরে ঘন চায়।
না শুনিয়া তুয়া বেনু, গোঠে নাহি যায় ধেনু,
হাম্বারবে ডাকে উভরায়॥

তাল—ঠুংরি।

৮। মায়ানিদ্রা ভাঙ্গি হরি যশোদারে কয়।
রাখালের দুঃখ মাগো প্রাণে নাহি সয়॥
(মোরে সাজা'য়ে দে মা) (শুন, হাম্বারবে ডাকে গাই)
(আমি ধেনু ল'য়ে গোঠে যাই) (মোরে ডাকিছে দাদা বলাই)

৯। গোপালেরে কোলে করি উঠে নন্দরাণী।
গোঠে যাবে নীলমণি ইথে কিবা হানি॥
(ইথে কিবা হানি গো) (গোঠে যাবে নীলমণি)
(এত ভাবি উঠে রাণী)

তাল—গড় খেমটা

১০। সাজাতে লাগিল হরি, কিবা শোভা মরি মরি,
সোণার নূপুর দিল পায়।
কটিতটে ধড়া দিল, মস্তকে চূড়া বাঁধিল,
রাধানামাঙ্কিত পুচ্ছ তায়॥

১১। মকর কুণ্ডল বালা, গলে দিল বনমালা,
অলকা তিলকা পরাইল।
মণিরত্ন আভরণে, সাজা'য়ে গোপীমোহনে,
মোহনবংশী হস্তে তুলি দিল॥

১২। দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর, খাওয়াইল অতঃপর,
কত বা ধড়ায় বান্ধি দিল।

মুখে গদ গদ বাণী, দ্বার খুলি নন্দরাণী,
রাম করে শ্যামে সমর্পিল ॥

১৩। বাঁশরী বাজায়ে চলে কিশোরী মোহন।
ধবলী শ্যামলী পদ করিছে লেহন ॥
(হরি পদ যে চাটে) (প্রেমে ধেনু গদ গদ)
(ও সেই, বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত-পদ) (ধন্য ধবলী শ্যামলী)
(আজ তোরা ধন্য হ'লি)

১৪। দাস জগদ্বন্ধু বলে হ'য়ে কুতূহলি।
রাধা রাধা বলি গোঠে বাজিল মুরলী ॥
(গোঠে বাঁশী যে বাজে) (জয় রাধা শ্রীরাধা নামে)
(ধায় ধেনু ফুল্লপ্রাণে) (গোকুল পূরিল তানে)

১৫। পুনশ্চ বলিছে দাস শুন সাধুজন।
শ্রীকৃষ্ণের পদে সব কর সমর্পণ ॥
(সব সমর্প রে) (রাধাকৃষ্ণের যুগলপদে)
(বৃথা, ভুলে র'লে মোহমদে) (ও জীব, সংসারবন্ধন ত্যজ)
(ও সেই রাধা-দামোদর ভজ)



শ্রীশ্রীগৌররূপানুরাগ।

তাল—লোফা।

১। বারি আনিবারে যাই সুরধুনী নীরে।
(বারি আন্‌তে যে গেলাম সই) (পবিত্র জাহ্নবী নীরে)
(সখী, সেই না সুরধুনী নীরে)
রাকা শশী যেন আসি উদয় তীরে ॥
(যেন, উদয় হ'ল রে) (ষোলকলা শশধর)
(বিকাশি বিমল কর)

২। কাঞ্চন জিনিয়ে অঙ্গ খঞ্জন নয়ন।
(কিবা অঙ্গ শোভা গো) (কাঞ্চন জিনিয়ে কায়)
(রূপ হেরি তমঃ লুকায়) (আবার, খঞ্জন নয়নে চায়)
(সখী, জীয়নে পাশরা দায়)
না জানি সজনী কোন রমণীরঞ্জন ॥
(কার এমন ধন গো) (না জানি সে ধনী কেমন)
(সই, না জানি সে সুখী কেমন)
(ও সে, বুকে রাখে এমন ধন)
(সখী, ধন্য সে রমণী জীবন)
(মোদের, সখী বিফল জনম)
(মোরা, বৃথা করি দেহধারণ)
(মোদের আসা যাওয়া সার এখন)

তাল—গড় খেমটা।

৩। কিবা দু'টী পদ, যেন কোকনদ,
রামরম্ভা-তরু উরু।
জিনি শতদল, শ্রীমুখমণ্ডল,
মরি সে সুচারু ভুরু ॥

৪। উরস বিশাল, অধর রসাল,
পাণিতল মনোহর।
হেরি সে মূরতি, পতি ত্যজে সতী,
গতি মত্ত করীবর ॥

তাল—দশকুশী।

৫। অরুণ নয়নে সখী, মোরে দেখিল নিরখি,
সে চাহনি সদা জাগে মনে ॥
(আমার, হিয়ায় যে জাগে মা) (মৃগ চক্ষে চেয়ে র'ল)
(আমার, মনপ্রাণ চুরি কৈল) (আমার, কুল ভরম নাশ কৈল)
(আমার, হৃদয় মাঝে প্রবেশ কৈল)
(আমার, হৃদে শেল বিঁধায়ে দিল)
(আমার,-কক্ষের কুম্ভ পথে রইল)

৬। কুলনারী মনচোরা, ঐ নব-রস গোরা,
দীন দাস জগবন্ধু ভণে ॥
(তুই কি চিনিস্ না চিনিস্ না) (ঐ গোরা গুণমণি)
(ও যে চিত-চূড়ামণি) (ও সে, গদাধরের হৃদয়মণি)

(ও সে, শচীদেবীর নয়নমণি) (ভক্তজনার চিন্তামণি)
(এই ধনে বন্ধু ধনী) (তুই কি চিনিস্ না ধনি)
(এই যে ধনী প্রেমখনি)

৭। গোরারূপে বিমোহিতা নদীয়ানাগরী।
(সবে দাসী হ'লরে) (কুলমান ত্যজ্য করি)
(গোরায় অনুরাগ করি) (হৃদে গোরাচাঁদে ধরি)
(ধরি গৌর পদতরী) (সকল নদে' নাগরী)
(তারা, কুলার্ণবে গেল তরি)
প্রেমানন্দে মাতি সবে বল হরি হরি॥
(সবে হরিবল হরিবল) (নদে' নাগরী আনন্দে)
(গৌরগদাধরানন্দে) (গৌরনিত্যানন্দানন্দে)
(গৌরভক্তবৃন্দানন্দে) (বন্ধু সে পদারবিন্দে)

শ্রীশ্রীগৌররূপানুরাগ।

তাল—লোফা।

কিক্ষণে হেরিনু গোরা সুরধুনী তীরে।
(আমি দেখে যে এলাম মা) (অতুল সে রূপরাশি)
(অপরূপ রূপরাশি) (মুখখানি হাসি হাসি)
(কটাক্ষে করে উদাসী) (আমার মনে বলে হই দাসী)
(আমি ঐ চরণে হই দাসী) (ও সে, রূপের সাগরে ভাসি)
(সদা সুখের সাগরে ভাসি)

ঘিরিল মানস মোর নিরাশা তিমিরে ॥
(আমার কিবা হ'ল মা) (কুলের ধরম গেল)
(আমার মনের ব্যথা মনে র'ল)
(আমার আশা যে দুরাশা হ'ল)
(আমার শিরেতে বরজ প'ল) (আমার দিবসে যামিনী ভেল)
(আমার আলোকে আঁধার ভেল)
(আমার অশ্রুজল সার হ'ল)

১। বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন গৌরাঙ্গসুন্দর।
(সে যে সাধনের ধন গো) (সাধনের ধন গৌর ধন)
(সে যে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন) (সে যে ভবাদির আরাধ্য ধন)
(ও সেই বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন)
(ও সেই, ধনের আশায় ধায় মন)
(সে যে হরে নি'ছে প্রাণমন) (সে যে নিয়াছে মনযৌবন)
(তা'রে করে'ছি সব সমর্পণ)
পঙ্গু হ'য়ে বাঞ্ছা মোর লঙ্ঘিতে ভূধর ॥
(বুঝি, পেলাম না পেলাম না) (গৌরাঙ্গ অমূল্যনিধি)
(ও তা, মোরে কি মিলাবে বিধি)

তাল—দশকুশী।

২। মাঝে কুল পারাবার, বহে খরতর ধার,
পর পারে গোরা গুণমণি।
(কিসে পার হব মা) (অকুল কুল পাথার)

(তাহে, বহে খরতর ধার) (আমার চারিদিকে অন্ধকার)
(আমি, নাহি হেরি পারাবার)
নাহি মোর পুণ্যফল, প্রেমরাগ ভক্তিবল,
মুই অতি সামান্যা রমণী ॥
(তারে কিসে বা পাব সই) (বল কি উপায় করি)
(কেমনে পাই গৌরহরি) (আমি, দিবানিশি জ্বলে মরি)

তাল—ঠুংরি।

৩। দাস জগদ্বন্ধু বলে শুনলো সুন্দরী।
নির্জ্জনে সাধন কর পাবে গৌরহরি ॥
(আমার কথা যে রাখ সই) (নির্জ্জনে সাধন কর)
(মনপ্রাণ এক কর)

৪। জাহ্নবী সলিলে স্নান, তুলসী সেবন।
দিবানিশি কর হরিনাম উচ্চারণ ॥
(হরিনাম যে কর লো) (সতত নির্জ্জন র'য়ে)
(ভাবেতে বিভোর হ'য়ে) (ও সেই, কুলের আড়ালে র'য়ে)
(সদা কুলের আড়ালে র'য়ে)

৫। দরশন পরশন শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের বন্দিও চরণ ॥
(সদা মতি যে রে'খ গো) (সাধু গুরু বৈষ্ণবপদে)

(ও সে ঠাকুর বৈষ্ণবপদে) (দূর কর মোহমদে)

(সদা ঠিক্ থে'কো পদে পদে)

৬। দেহ মন শুদ্ধ হ'লে জ্ঞানের উদয়।

বন্ধু কয় তবে হয় প্রেম উদয়॥

(প্রেম উদয় হয়) (শ্রবণ কীর্ত্তন দাস্যে)

একতালা

৭। কহিনু সাধনপদ বৈষ্ণব কৃপায় রে।

(কোন বল নাই) (আমার কোন বল নাই)

(বৈষ্ণবকরুণা বিনে)

প্রবর্ত্তক সাধক সিদ্ধি জানিও সবায় রে॥

(সবে এই জেন') (প্রবর্ত্তক-সাধক-সিদ্ধি)

(যদি চাও, সে গোরানিধি) (গোরা সে বন্ধুর নিধি)

(সে যে, বন্ধুর হৃদয়নিধি)



শ্রীশ্রীগৌররূপ বর্ণন

তাল—লোফা

ল'য়ে স্বীয় সাঙ্গোপাঙ্গ, নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ,
হরিনামে নদীয়া মাতায়।
(ন'দে মাতাইল রে) (দিবানিশি হরিনামে)
(নামের নাহি বিরাম) (ঢালে স্থধা অবিরাম)
(পবিত্র হইল ধাম)
বামে জাহ্নবী-কল্লোল, যুগল নামের রোল,
স্থনীল অম্বর ভেদি' ধায়॥
(শূন্য ভেদিয়ে ধায় রে) (যুগল নামের তানে)
(মত্ত সবে নাম গানে ((সবে, ধাইছে প্রফুল্ল প্রাণে)
(তারা, বাধা বিঘ্ন নাহি মানে) (তাদের, নাহি মান অভিমান)

গড় খেম্‌টা

১। অগ্রেতে গৌরাঙ্গ রায়, নূপুর বাজিছে পায়,
ঠমকে ঠমকে চলি যায়।
(হেলে' দুলে' যে যায় রে) (ললিত ত্রিভঙ্গঠামে)
(গদাধরে ল'য়ে বামে) (মত্ত রাধাকৃষ্ণ নামে)
নবোদিত ভানু সম, মুখপদ্ম নিরুপম,
বিধু পদ-নখর আভায়॥

(বিধু পদে যে আছে) (পদ মকরন্দ লোভে)
(বাস ত্যজি' পদে শোভে) (আছে, পদ পরিমল লোভে)

তাল—ঠুংরি।

২। মৃণাল জিনিয়ে কর, রক্তবর্ণ বিম্বাধর,
মৃদু মৃদু হাসি মরি তায়।
(মৃদু মৃদু যে হাসে) (মরি, মৃদু মৃদু হাসে)
(রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাসে) (রূপে অন্ধকার নাশে)
(রূপে পাপতমঃ নাশে)
সুবিমল গণ্ড ভাল, কক্ষ বক্ষ সুবিশাল,
কটি হেরি' হরি লাজ পায়॥
(হরি লাজ যে পায় রে) (সিংহ, কটি হেরি পায় লাজ)
(গোরার, কিবা সুমধুর সাজ)

দশকুশী।

৩। কিবা সে নয়ন ঠাম, কি সুন্দর কেশদাম,
পাণিতল কোকনদ প্রায়।
(যেন রক্ত অরবিন্দ) (গোরার রূপে রতিপতি নিন্দে)
রাই প্রেমে টলমল, "রা" বলিতে চক্ষে জল,
"ধা" বলিতে লুণ্ঠিত ধরায়॥
(ভূমে গড়ি যে যায় রে) (মৃগ আঁখি ঢল ঢল)
(দু'নয়নে বহে জল) (সদা, রাধাপ্রেমে টলমল)
(ভূমে দেহ সুবিমল)

৪। কর্ণ দন্ত সুললিত, সর্ব্ব অঙ্গ সুগঠিত,
চারুমুখে হরিনাম গায়।
(হরিনাম যে গায় রে) (মধুর পঞ্চম স্বরে)
(মরি সুললিত স্বরে) (যেন কোকিলা কুহরে)
(দুই বাহু ঊর্দ্ধ ক'রে) (ও তার দু'নয়নে বারি ঝরে)
(গাইতে গাইতে ভূমে পড়ে)
ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে, গদাধরে বামে ল'য়ে,
বন্ধু মন মোহিয়ে দাঁড়ায়॥
(কত রঙ্গ যে জানেরে) (রসের গৌরাঙ্গ মোর)
(গোরার, রূপের নাহি রে ওর)
(সদা প্যারীপ্রেম রসে ভোর) (ও সে জগদ্বন্ধুর মনোচোর)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপানুরাগ।

তাল—লোফা।

বিশাল কদম্বতলে, দাঁড়িয়ে শ্যাম কুতূহলে,
গলে শোভে বনফুলহার।
(মালা গলে যে দোলে রে) (বিনা সূতায় গাঁথা মালা)
গরুড় নখ নিন্দিত, কিবা নাসা সুললিত,
অলক্ত জিনিয়ে বিম্বাধর॥
(ওষ্ঠের কিবা শোভা রে) (অলক্ত জিনিয়ে আভা)
(ব্রজগোপী-মনলোভা)

তাল—ঠুংরি

১। ভ্রমর কুঞ্চিত কেশ, কিবা সুমধুর বেশ,
মোহনচূড়া বামেতে হেলায়।
(চূড়া বামে যে হেলে রে) (হেলে' কৃষ্ণের বদন দেখে)
(কৃষ্ণের, চারুমুখ দেখবে বলে')
চরণে চরণ দিয়ে, অধরে বেণু লইয়ে,
ঢল ঢল পথপানে চায়॥
(বাঁশী, রাধা যে বলে) (বাঁশী, রাধা রাধা বলে' ডাকে)
(বাঁশী, রাধা বই আর শিখে নাই রে)
(বাঁশী, রাধা বই আর জানে নারে)

তাল—গড় খেম্‌টা

২। সুনীল নিতম্বোপরে, পীতধড়া শোভা করে,
চরণে নূপুর ঘন বাজে।
(রুণু ঝুনু যে বাজে) (মরি কি মধুর তানে)
(মরি মরি কি মধুর)

তাল—দশকুশী

৩। দাস জগবন্ধু ভণে, ওরে বিধি কি কারণে,
চন্দন না করিলি আমায়।
(অঙ্গে লেপিয়ে রইতাম) (ঘামিয়ে পদে পড়িতাম)

(কৃষ্ণপদাম্বুজে আহা) (হেন দিন কবে হবে)

কবে হবে হেন দিন, কৃষ্ণপদে হব লীন,

জীবাত্মা মিলায়ে যাবে তায় ॥

(ও দিন, কবে বা হবে রে) (দীনের সৌভাগ্যের দিন)

(বন্ধুর সৌভাগ্যের দিন) (দেহ, যুগলে মিলায়ে যাবে)

(দেহের, অস্তিত্ব না রবে ভবে) (আমি, যুগলে মিলিয়ে যাব)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণন

তাল—লোফা

মাধবী তরুর মূলে মদনমোহন।

(হরি দাঁড়িয়ে আছে গো) (মাধবী লতার আড়ে)

(চাহিছে নয়নঠারে)

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম, বঙ্কিম নয়ন ॥

(এ যে তিন বাঁকা গো) (ঊরু বাঁকা ভূরু বাঁকা)

(চক্ষের চাহনি বাঁকা) (বুঝি রে হৃদয়ও বাঁকা)

(পদনখে শশী রাকা)

১। রূপ হেরি রতিকাম করজোড়ে রয়।

(করজোড়ে যে রয় গো) (আতঙ্কে অনঙ্গ রতি)

(তারা নেহারে চারুমূরতি)

পদনখে কত রাকা শশীর উদয় ॥
(শশী উদয় যে হ'ল গো) (বিনোদ পদনখরে)
(যেন, ষোলকলাপূর্ণ করে')
(যেন, চন্দ্রলোক ত্যজ্য করে') (হরিণীর মন হরে)

তাল—গড় খেম্‌টা।

২। বিশাল উরসে শোভে বনফুলহার।
(মালা বুকে যে শোভে) (বনফুলের গাঁথা মালা)
(বুঝি, দিয়াছে ভানুর বালা)
না দোলাতে দোলে মালা গাঁথনি রাধার॥
(মালা আপনি দোলে) (না দোলাতে দোলে মালা)
(বিনা সূতায় গাঁথা মালা) (কমলিনীর গাঁথা মালা)
(ভাল, সেজেছে চিকণকালা)

৩। শ্রবণ যুগলে দোলে কদম্ব কুসুম।
লেপিত অঙ্গেতে চারু কস্তূরী কুঙ্কুম॥
(ও তার, কত যে শোভা) (কাণে কদম্ব কুসুম)
(অঙ্গে কস্তূরী কুঙ্কুম)

তাল—ঠুংরি।

৪। তিলফুল নাসিকা কুঞ্চিত কেশদাম।
চূড়াতে ময়ূরপাখা লেখা রাধানাম॥

(কিবা শিখি পাখা গো) (বামভাগে হেলে আছে)
(কৃষ্ণের, চরণপানে চেয়ে আছে)
(তাহে, রাধা নাম লেখা আছে)

৫। তেরছ নয়নে চারু চাহনি চঞ্চল।
কটিতটে পীতধড়া করে ঝলমল॥
(কিবা পীতধড়া গো) (ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ করে)
(চারিদিকে আলো করে) (কিঙ্কিণি শোভে উপরে)

তাল—দশকুশী

৬। অধরে মধুর হাসি, বরষিছে সুধারাশি,
যুগল করেতে ধরে বাঁশী।
(বাঁশী ধরেছে ধরেছে) (যুগল মৃণাল করে)
(সুমধুর বিম্বাধরে)

৭। ভণে জগদ্বন্ধু দাস, এ বড় মনের আশ
ও চরণে চিরযুগবাসি॥
(চির আশা যে আছে গো) (কৃষ্ণের দাস হ'ব বলে)
(র'ব পড়ে পদতলে) (সেবিব পদ কমলে)
(হেরিব নবযুগলে) (ভাসিব নয়ন জলে)
(সেবিব নবযুগলে)

তাল—ঠুংরি।

৮। সখী সনে অভিসারে যাব কুঞ্জবনে।
(অভিসারে যে যাব রে) (রাধানাথের অভিসারে)
(দাঁড়াব কুঞ্জের দ্বারে)
করিব যুগল সেবা দেহপ্রাণমনে॥
(যুগল সেবা যে করব রে (সখীর সঙ্গিনী হ'য়ে)

"সুবল মিলন"—তথা হি- "গৌরচন্দ্র"।

(সপ্তম খণ্ডে সম্পূর্ণ)

১ম খণ্ড।

তাল—লোফা।

১। গৌরীদাস সনে প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দর।
(বড় শোভা যে হ'ল রে) (গৌরীদাস সনে গোরা)
(ও সেই, কুল-নারী-মন-চোরা)
(ও সেই রাধাপ্রেম-রসে ভোরা)
রাধা রাধা বলিতে বিবশ কলেবর॥
(অঙ্গ অবশ যে হ'ল রে) (রাধা রাধা রাধা ব'লে)
(গোরা, ভাসিছে নয়নজলে) (আবার, ধা বলিতে পড়ে ঢ'লে)

২। ভাবাবেশে গোরাশশী জপে রাধা নাম।
(রাধা নাম যে জপে গো) (ভাবাবেশে গোরারায়)
(আবার চকিতে চৌদিকে চায়)

(ও তার, বয়ান ভাসে নয়ন ধারায়)
নয়নে শ্রাবণধারা ঝরে অবিরাম ॥
(বারিধারা যে ঝরে গো) (কি জানি কি মনে হ'ল)
(গোরার, নয়নে ঝরিছে জল) (চাঁদ গৌর কেন এমন হ'ল)

তাল—দশকুশী।

৩। ধরি গৌরীদাস করে, চালতে ঢলিয়ে পড়ে,
অচৈতন্য শ্রীচৈতন্যরায়।
(গোরা ঢ'লে যে প'ল রে) (কি জানি কি মনে ক'রে)
(কোন ভাবিনীর ভাব মনে পড়ে)
(আহা, সোণার অঙ্গ ধূলায় প'ড়ে)

৪। কাঁপে অঙ্গ থরহরি, অমনি অঙ্কেতে ধরি,
গৌরীদাস গোরারে সুধায়।
(আমায় বল বল হে) (আজ কেন এমন হ'লে)
(কি ভাবিয়ে এমন হ'লে) (কেন বা নীরবে র'লে)

তাল—গড়খেমটা।

৫। আজ আচম্বিতে, কি ভাবিয়ে চিতে,
কেন বা এমন হ'লে।
ওহে গুণমণি, উপায় এখনি,
করিব চরণবলে ॥

গৌর উক্তি।

৬। কি কব তোমারে, হৃদয় মাঝারে,
জ্বলিছে বাড়বানল।
তুমি হে বান্ধব, জানিতেছ সব,
কর প্রাণ সুশীতল॥

তাল—ঠুংরি।

৭। নবরস গোরা গৌরীদাসেরে নেহারি।
ঘন আলিঙ্গন দেয় দু'বাহু পশারি॥
(যেন ধরিতে যায় গো) (গৌরীদাসের মুখ চেয়ে)

৮। সুরসিক গৌরীদাস জানি ব্যবহার।
গৃহ হ'তে আনিলেক চম্পকের হার॥
(মালা এনে যে দিল রে) (সুরসিক গৌরীদাস)

৯। প্রেমভরে দিল মালা গোরার গলায়।
রাধা বলি ভাসে রায় নয়নধারায়॥
(চাঁদ মুখ যে ভাসে গো) (নলিন-নয়ন জলে)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল।

১০। রাধার বরণ হার নেহারে সঘনে।
(ঘন নেহারে) (চম্পকফুলের মালা)
(ও সেই, রাধার বরণ মালা)

(গোরার, বাড়িল বিরহজ্বালা)
গুপত গৌরাঙ্গলীলা জগদ্বন্ধু ভণে ৷৷
(হরি হরি বল) (গোরাচাঁদের জয় দিয়ে)
(গৌরীদাসের জয় দিয়ে) (গৌরভক্তগণের জয় দিয়ে)
(জীব, জুড়া'বে তাপিত হিয়ে)

২য় খণ্ড।

তাল লোফা।

১। বাজায়ে মোহন বেণু, বিপিনে চরা'তে ধেনু,
কি ভাবিয়া যায় দূর বন।
(হরি দূরে যায় রে) (কি জানি কি মনে করি)
(নিজ, সখাগণে পরিহরি)

২। সুবলের করে ধরি, হেলে দুলে চলে হরি,
বনশোভা করে নিরীক্ষণ ৷৷
(বনশোভা যে দেখে গো) (চলিতে চলিতে হরি)
(হরি, সুবলের করে ধরি)

তাল—দশকুশী।

৩। হৃদে প্রাণেশ্বরী স্মরি, মরমে গুমরি মরি,
হরিণ-নয়নে পথ চায়।
ঘন ঘন যে চাহে রে) (হৃদে প্রাণেশ্বরী স্মরি)
(ও সেই রাস-রসেশ্বরী স্মরি)

(স্মরি জীবনকিশোরী) (স্মরি জীবন ঈশ্বরী)
(ঘন, চকিতে চমকে হরি)
(কাঁপে অঙ্গ থরহরি)

৪। কুসুম স্তবক হার, বলয়াদি অলঙ্কার,
গাঁথিতে গাঁথিতে চলি যায় ॥
(ধীরে ধীরে যে যায় রে) (আবেশে রসিকরায়)
(ভাবের আবেশে রসিকরায়)
(সেই, রাধিকা নাগররায়) (কমল নয়নে চায়)
(চকিত নয়নে চায়) (চূড়াটী বামে হেলায়)
(মোহন চূড়াটি বামে হেলায়)
(কটী হেলে পড়ে বাঁয়) (বিনোদ, কটী হেলে পড়ে বাঁয়)
(ও সে, মন্থর গমনে যায়) (ও তার নুপুর বাজিছে পায়)

তাল—গড় খেমটা।

৫। সুবলের সনে, শ্রীকুঞ্জ ভবনে,
বসিল নাগরবর।
নব কিশলয়ে, নানাফুল চয়ে,
রচে হার মনোহর ॥

৬। হেরিতে প্রসূন, ফুল ধনুর্গুন,
সন্ধানে নিঠুর কাম।
অবশ শরেতে, সুবল অঙ্কেতে,
ঢলিয়া পড়িল শ্যাম ॥

তাল—ঠুংরি।

৭। সুবলের সনে বনে বিহরে শ্রীহরি।
হেনকালে এ'ল তথা বৃন্দাসহচরী॥
(দূতী এ'ল এ'ল গো) (সুচতুরা বৃন্দাদূতী)
(বড় সুচতুরা বৃন্দাদূতী)

৮। চম্পকের মালা ছিল, সুবলে অর্পিল।
সানন্দে সুবল, মালা শ্যামগলে দিল॥
(মালা গলে যে দিল রে) (মনোহর ফুলমালা)
(ঘন, নেহারে চিকণকালা)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল।

৯। মালা হেরি রাইরূপ হৃদয়ে জাগিল রে।
(হৃদে জাগিল) (মালা হেরি রূপরাশি)
(সেই প্রাণকিশোরীর রূপরাশি)
(সেই, প্রাণেশ্বরীর রূপরাশি) (অপরূপ রূপরাশি)
(সদা, যার লাগি অভিলাষী)
ভণে জগদ্বন্ধু হরি মূরছি পড়িল রে॥
(হরি মূরছিল) (বাতাহত তরু হেন)
(কিম্বা, ছিন্ন নীলোৎপল হেন)
(কত, চাঁদ ভূমে প'ড়ে যেন)

৩য় খণ্ড ।

তাল—লোফা ।

১। ভাবাবেশে রসময় ঢলিয়ে পড়িল ।
(বঁধু ঢ'লে যে প'ল রে) (ভাবাবেশে অবশ কায়)
(ভূমে গড়াগড়ি যায়) (কমল যেন ধূলায় লুটায়)
সুবল মরম জানি হৃদয়ে ধরিল ॥
(হৃদে ধরিল ধরিল) (দু'বাহু পশারি সুবল)
(যেন, মিশামিশি দু'টী কমল) (যেন কমলেতে নীলকমল)

২। নয়নে বয়ানে করে সলিল সিঞ্চন ।
(বারি ছিটাইছে গো) (নয়নে বয়ানে বারি)
(শ্রীরাধাকুণ্ডের বারি) (মূরছিত গিরিধারী)
(সুবল যতন করি) আপন অঙ্কেতে ধরি)
(সুবলের কোলে হরি) (কিবা শোভা মরি মরি)
আপন পিন্ধন বাসে করিছে ব্যজন ॥
(ব্যজন করিছে করিছে) (আপন পিন্ধন বাসে)
(বটু মানস তরাসে) (সুবল বটু মানস তরাসে)
(পরে জিজ্ঞাসে মধুর ভাষে)

তাল—দশকুশী ।

৩। আজ কেন কালশশী, রাধাকুণ্ডতীরে বসি,
আচম্বিতে এমন হইলে ।
(কেন এমন বা হ'লে ভাই) (কানাইরে তোর, কিবা হ'ল)

(প্রাণ কানাইরে তোর কিবা হ'ল) (কি কথা বা মনে প'ল)
(কি ভাব বা মনে প'ল)
(কেন মলিন মুখ-কমল) (কেন শুকা'ল মুখ-কমল)
(হেরি পরাণ বিকল) (কানু মোরে বল বল)

৪ কি ব্যথা পেয়েছ মনে, বল এ অধীন জনে,
কেন ভাই নীরবে রহিলে ॥
(কেন নীরবে রলি ভাই) (হায়রে জীবন কানু)
(হারে রে রে ওরে কানু) (ও ভাই, উপরে উঠিল ভানু)
(নভের উপরে উঠিল ভানু) (ভানু যে হ'ল কৃশানু)
(ভাইরে, হাম্বারবে ডাকে ধেনু) (ত্বরা লওরে মোহনবেণু)
(একবার বাজারে বাজারে বেণু)
(ও ভাই, চল গিয়ে চরাই ধেনু).

তাল—গড় খেমটা।

৫। হলাহলে দাবানলে, রক্ষা কৈলি বিষজলে,
সে ধার সুধিব প্রাণ দিয়ে।
(ধার সুধিব ভাই) (চিরদিন বাঁচাইলি)
(কত দানব সনে যুঝেছিলি) (কত কষ্ট পেয়েছিলি)
(ও ভাই, কত কষ্টে রক্ষা কৈলি)
(মোরা, মরেছিলাম প্রাণ দিলি)
(কানাই, কত ভালবেসেছিলি) (কত খেলা শিখাইলি)

৬। হেরি ও মলিন মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
মনোতুঃখ কহ প্রকাশিয়ে ॥
(শ্যাম বল বল) (কেন বা এমন হ'লি)
(ও তুই কেন বা নীরবে রলি)
(মোদের, এঁট ফল খেয়েছিলি) (কত কাঁধে ক'রেছিলি)
(কাঁধে কত কষ্ট পেলি) (ও ভাই, তাই কিরে ছেড়ে গেলি)
(ভাইরে, মোদের তাই কিরে ছেড়ে গেলি)
(যদি মোদের ছেড়ে গেলি) (তবে, কেননা রে ব'ধে গেলি)

শ্রীকৃষ্ণ উক্তি।

৭। হারে রে সুবল, কি বলিব বল,
বলিতে সরম ভেল।
বলিবার নয়, বলিতে যে হয়,
পরাণ ফাটিয়া গেল ॥

৮। যাবট ভিতরে জটিলার ঘরে,
আছে প্রাণেশ্বরী রাধা।
তথা হ'তে তায়, আনিয়ে হেথায়,
ঘুচাও মনের বাধা ॥

তাল—ঠুংরি।

৯। পরাণ পুতলি প্যারী দেখারে সত্বরে।
(তারে এনে দে এনে দে) (পরাণ পুতলি রাধা)

(তারে, এনে নাশ মনবাধা)
হইব কিঙ্কর চিরজনমের তরে ॥
(তোর দাস যে হ'ব ভাই) (চিরজীবনের তরে)

১০। যাবটে সুবল বটু করিল গমন।
(বটু চলিল চলিল) (যাবটে আয়ান ঘরে)
(বটুর পাঁচনী শোভিছে করে) (বটুর রূপে ভুবন আলো করে)
জগদ্বন্ধু ভণে হ'বে অপূর্ব্ব মিলন ॥
(দোঁহার মিলন যে হবে রে) (এই না রাধাকুণ্ড তীরে)

৪র্থ খণ্ড।

তাল—লোফা।

১। কাতর রসিকবর মরম ব্যথায়।
(বড় কাতর হ'ল রে) (রসিক নাগর রায়)
(নাগর, কাতর মরম জ্বালায়) (বঁধু, ক্ষণে ক্ষণে ধূলায় লুটায়)
(বঁধু, ক্ষণে ক্ষণে পথ চায়) (কত শশী যেন ভূমে লুটায়)
ফুল্ল নীলোৎপল তনু ধরণী লোটায় ॥
(ধূলায় গড়ি যে যায় রে) (শ্যামের সুন্দর অঙ্গ)
(ও সেই, কোটী অরবিন্দ অঙ্গ) (ধূলায় পড়িয়ে ত্রিভঙ্গ)
(ধূলায়, পড়িয়ে বাঁকা ত্রিভঙ্গ) (কোথা বা সে রসরঙ্গ)
(শ্যামের কোথা বা সে রসরঙ্গ)
(কেবল যাচিছে কিশোরী সঙ্গ)

২। মুরলী মোহনচুড়া পড়িয়ে ভূতলে।
(ভূমে লোটাইছে গো) (সাধের বিনোদবাঁশী)
(বাঁকা শ্যামের মোহনবাঁশী) (কোথা সে মধুর হাসি)
(বঁধুর কোথা সে মধুর হাসি)
(ও সেই, বিধুমুখে সুধা হাসি) (অমিয় পূরিত হাসি)
(কোথা সে কটাক্ষরাশী)
তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে॥
(অঙ্গ ভেসে যে গেল রে) (যুগল নয়ন জলে)
(কৃষ্ণের কমল নয়ন জলে) (কভু মুখে রা রা বলে)
(নাগর রা রা রা রা বলে)

তাল—গড় খেমটা।

৩। বটু হেসে হেসে, যাবটে প্রবেশে,
জটিলা বুড়ীর পাশে।
মলিন বদন, মন উচাটন,
মুখে গদ গদ ভাসে॥

৪। মনোতুঃখ ভণি, শুন গো জননী,
বাছুরী হারাল বনে।
হের পিপাসায়, ছাতি ফেটে যায়,
জল দেহ এইক্ষণে॥

জটিলা উক্তি।

৫। আহা বাছাধন, কেন ক্ষুণ্ণমন,
যা ঐ রন্ধন ঘরে।
কুম্ভে নিরমল, বারি সুশীতল,
পিয় রে পরাণ ভরে॥

৬। (তখন) সুযোগ পাইয়া, অমনি যাইয়া,
মিলিল কিশোরী যথা।
সুবলে হেরিয়ে, চমকিতা হ'য়ে,
শ্রীমতী জিজ্ঞাসে কথা॥

তাল—দশকুশী।

সুবল উক্তি।

৭। শুন কমলিনী রাই, বনে জীবন কানাই,
তোমা বিনে ধরণী লুটায়॥
(কানু পড়ে যে আছে গো) (তোমার বিহনে প্যারী)
(আজ, ধূলায় প'ড়ে গিরিধারী) (কানু কাতর হ'য়ে ভারি)
(কানুকষ্ট সইতে নারি) (রাধে, এ কষ্ট সইতে নারি)

৮। মোর বেশ তুমি ধর, ত্বরিতে গমন কর,
রাধাকুণ্ডে আছে শ্যামরায়॥
(ত্বরা চল চল রাই) (চল চল গো রাধে)
(তুমি বিনে কেবা সাধে) (এসেছি কিশোরী সাধে)

তাল—ঠুংরী ।

৯ । তুয়া বেশ ধরি রাই মুই থাকি ঘরে ।
তুমি গিয়ে মোর বেশে ভেট নটবরে ॥
(আমি ঘরে যে থাকি রাই) (তুমি গিয়ে ভেট কানু)

১০ । হার বালা নীল সাড়ী সুবলেরে দিল ।
(ধনী দিল দিল গো) (হার বালা নীল সাড়ী)
আপনি অমনি ধটি কটিতে বাঁধিল ॥
(ধনী বাঁধিল বাঁধিল) (আপন কটিতে ধটি)

১১ । রচিল বিনোদ চূড়া এলায়ে কবরী ।
(রাই র'চে যে নিল গো) (শিরেতে বিনোদ চূড়া) .
মুছিল সিন্দুরবিন্দু দরপণ ধরি ॥
(ধনী মুছিল মুছিল) (ভালের সিন্দূরবিন্দু)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল ।

১২ । সুবলের বেশে বনে গমন করিল ।
মধুর মঞ্জির নাদে কান্তার পুরিল ॥
(বন ধ্বনিত বা বা) (রাধা পদে নূপুর বাজে)

৫ম খণ্ড।

তাল—গড় খেমটা

১। ধায় কমলিনী, কনকনলিনী,
মিলন-মঙ্গল রোলে।
নবীন রাখাল, গমন মরাল
ধটির বসন দোলে॥

২। স্মরি প্রাণেশ্বর, হয় অগ্রসর,
গহন কানন মাঝে,
অঙ্গ গন্ধ পেয়ে, রাধাকুণ্ডে যেয়ে,
দেখে প'ড়ে রসরাজে।

৩। সাধের বাঁশরী, যায় গড়াগড়ি,
খসিয়া প'ড়েছে চূড়া।
হেরি এ সকল, পরাণ বিকল,
রাধিকা হৃদে বিধুরা॥

তাল—দশকুশী।

৪। হেটমুখে ছিল হরি, উঠে ধড়ফড় করি,
ঝুনু ঝুনু শুনিতে শ্রবণ।
(অমনি উঠিল উঠিল) (হেটমুখে ছিল রায়)
(সেই নবীননাগর রায়)

(চকিত নয়নে চায়) (চারিদিকে ঘন চায়)
(সুবল হেন দেখ্‌তে পায়)

৫। একি রে সুবল ভাই, কোথা প্রাণেশ্বরী রাই,
একা কেন বিরস বদন ॥
(কেন একা বা এলি ভাই) (কোথা কমলিনী রাই)
(কোথা প্রাণেশ্বরী রাই) (আমার পরাণ পুতলী রাই)
(কোথা রেখে এলি ভাই) (তারে, হেথা কি এনেছিস্ ভাই)
(ভাই রে হেতা কি এনেছিস্ রাই)
(আমি শুনে পরাণ জুড়াই) (আমি হেরে জীবন জুড়াই)
(বল বল বল ভাই) (বলরে সুবল ভাই)
(বলরে পরাণ ভাই)

৬। বটু বলে নীলমণি কোথা পাব রাই ধনি
গিয়াছিনু চন্দ্রাবলী বাসে ॥
(তারে কোথা বা পাব) (গেলাম বটে তার আশে)
(আমি গেলাম বটে তার আশে) (পরে, গেলাম চন্দ্রাবলীর বাসে)
আজ্ঞা কর গুণমণি চন্দ্রাবলী সুবদনী
আনিয়ে মিলাই তব পাশে ॥
(দাসে আজ্ঞা দেহ) (চন্দ্রাবলী আনি পাশে)
(আজ্ঞা দেহ নিজ দাসে) (কানাই আজ্ঞা দেহ নিজ দাসে)
(এতবলি বটু হাসে)
(শ্যামে বলি মৃদু হাসে) (রাই হাসে মনের উল্লাসে)
(বঁধুর দশা হেরি প্যারী হাসে)

তাল—ঠুংরী।

৭। নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলে শুনরে সুবল।
অমিয় পিয়াসে কিরে পিয়াবে গরল॥
(কেন গরল পিয়াবি ভাই) (অমিয় পিয়াসী আমি)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল।

৮। বাহর বাহর বঁধু ত্যজ ক্ষোভরাশি।
(বঁধু বাহর বাহর) (ত্যজ নিজ ক্ষোভরাশি)
হের পাশে বসি তব জগদ্বন্ধু দাসী॥
(নাথ চেয়ে দেখ) (হের দাসী নিজ পাশে)
(আমি এসেছি তোমার পাশে) (বন্ধু এসেছে তোমার পাশে)

৬ষ্ঠ খণ্ড

তাল লোফা

১। রাধা রাধা বলি রাধাকুণ্ডে দিব ঝাঁপ।
ঘুচিবে বিরহ-শর মরম সন্তাপ॥
(আমি ঝাঁপ যে দিব রে) (রাধে বলে কুণ্ডজলে)

২। হা রাধিকে প্রাণাধিকে জীবন ঈশ্বরী।
(তুমি কোথা বা আছ রাই) (রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী)
(জয় রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী)

কিশোরী নিকুঞ্জেশ্বরী) (আমার প্রাণেশ্বরী প্রাণকিশোরী)
তোমার বিরহে প্রিয়ে প্রাণ পরিহরি ‖
(একবার দেখে যাও দেখে যাও) (হরি হরি প্রাণে মরি)
(তোমা বিনে প্রাণে মরি) (রাধে তোমা বিনে প্রাণে মরি)
(আমায় অন্তিমে কৃতার্থ করি)
(নিজ দাসকে কৃতার্থ করি) (দিয়ে রাতুল পদতরী)
(রাধে দেহ দাসে পদতরি) (আমি কামার্ণবে যাই তরি)
(আমি প্রেমার্ণবে যাই তরি)

৩। ডুবিতে শ্রীকুণ্ড নীরে দুই বাহু তোলে।
(দুই বাহু যে তোলে গো) (ডুবিতে শ্রীকুণ্ড জলে)
(বঁধু ডুবিতে শ্রীকুণ্ড জলে)
(রাধা রাধা রাধা বলে) (জয় রাধা রাধা রাধা বলে)
(বয়ান ভাসে নয়ন জলে)
অমনি কিশোরী আসি করিলেন কোলে ॥
(অমনি কোলে যে নিল গো) (পড়িতে পড়িতে প্যারী
(বঁধু পড়িতে পড়িতে)
(ধেয়ে, ধরে দুবাহু পশারি) (শোভার যাই বলিহারী)

তাল—গড় খেমটা।

৪। অঙ্গের পরশে হরি নাগরী চিনিল।
(অমনি চিনিল রে (অঙ্গের পরশে হরি)

(হরি হেরিছে নয়ন ভরি) (রাইকে নেহারে নয়ন ভরি)
অধর অমিয় পিয়ে সাধ মিটাইল ॥
(সাধ মিটাইল রে) (অধর অমিয় পিয়ে)
(দোঁহে, দোঁহ অধর সুধা পিয়ে) (দোঁহে, দোঁহ মুখ নিরখিয়ে)
(দোঁহে দোঁহ অঙ্গ পরশিয়ে) (দোঁহে দোঁহ অঙ্গ আলিঙ্গিয়ে)
(আছে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে)

তাল—গড় খেমটা।

৫। কোথা সে সুবল সখা কহ কমলিনী।
(সুবল কোথা বা র'ল) (বল বল কমলিনী)
(তুমি বল রাধাবিনোদিনী) (একবার, বল আনন্দদায়িনী)
(দাসে, বল জীবনস্বরূপিনী) (বল, ব্রজের জীবনস্বরূপিনী)
কেমনে বিজন বনে এলে একাকিনী ॥
(রাধে বল বল) (কেমনে কাননে এলে)
(রাধে, এ বেশ বা কোথা পেলে)

তাল—ঠুংরি।

৬। বল সুবলের সাজে কেবা সাজাইল।
(কে সাজায়ে দিল রাই) (বল সুবলের সাজে)
(রাধে, রাখাল বালক সাজে) (দারুণ, আয়ানের গৃহ মাঝে)
কঙ্কন কাচলী সাড়ী কোথা বা রহিল ॥

(কোথা রেখে বা এলে রাই) (কঙ্কন কাচলী শাড়ী)
(রাধে, কুতূহল হ'ল ভারি) (আমি কিছুই বুঝিতে নারি)

রাই উক্তি।

৭। বাঁশরী বাজায়ে বঁধু আইলে কাননে।
(তুমি কাননে এলে নাথ) (সকল রাখাল সনে)
(সকল গোপাল সনে) (মুরলী ল'য়ে বদনে)
কত কি ভাবিতে চিতে শিহরি সঘনে ॥
(প্রাণ ব্যাকুল যে হ'ল শ্যাম) (কত কি ভাবিতে মনে)
(বনে ফিরে কংশচরগণে) (সদা ফিরে কংশচরগণে)
(কি জানি কি হয় বনে)
(বঁধু না জানি কি হয় বনে) (আমার এই ভয় সদা মনে)

৮। শুনিনু সুবল মুখে কুশল সংবাদ।
(সুবল বলিল বলিল) (তোমার কুশল সংবাদ)
(আমার, ঘুচিল মনের বিষাদ) (আমি গ'ণেছিলাম কত প্রমাদ)
পূরিল রাখাল ছলে হৃদয়ের সাধ ॥
(সাধ পূরিল পূরিল) (রাখাল বালক ছলে)
(তোমার, সখা সুবলের কৌশলে)

তাল— চৈতন্যমঙ্গল।

৯। নবীন নাগর পাশে রসের মঞ্জরী রে।
(রাইয়ের কত শোভা) (নবীন নাগর পাশে)

(সেই নবনটবর পাশে) (যেন মেঘেতে চপলা হাসে)
(কাল মেঘেতে চপলা হাসে)
জগদ্বন্ধু বলে সবে বল হরি হরি রে ॥
(সবে হরি বল) (অপূর্ব্ব মিলন হ'ল,)
(সুন্দর বেশে মিলন হ'ল) (সবে বদন ভ'রে হরি বল)

৭ম খণ্ড।

তাল—লোফা।

১। বঁধু সাজে গৃহ কাজে, যাবটে বটু বিরাজে,
অন্বেষণে এসেছি হেথায়।
(আমি এসেছি এসেছি) (নাথ, তোমার অন্বেষণে)
(প্রাণনাথ তোমার অন্বেষণে)
(কত যে ভাবনা মনে) (নিরখিতে তোমা ধনে)
(তাই এলাম বিজন বনে) (আছে, সুবল জটিলা ভবনে)

২। দেহ মন এ যৌবন, করিয়াছি সমর্পণ,
দাসী ব'লে রেখ রাঙ্গা পায় ॥
(রাঙ্গা পদে যে রেখ' নাথ) (মুই তোমার চির দাসী)
(সদা, ও চরণ অভিলাষী) (তোমার, পাদপদ্ম মাগে দাসী)
(দাসী, পিবে পদ সুধারাশি) (সদা, অমিয় সাগরে ভাসি)
(পদ অমিয় সাগরে ভাসি)

তাল—গড় খেমটা

৩। মুই কুলবতী হই, কুলার্ণবে কুলে রই,
তুমি মম শ্যাম রসময়।
(বড় যাতনা শ্যাম) (মুই কুলবতী) (বল নাথ কি শকতি)
(নিশিদিন দূরগতি) (বল, কিসে পাব অব্যাহতি)

৪। জনমে জনমে হরি, পদে করিও কিঙ্করী,
দাসী তব পদ পাশে রয়॥
(সব দিয়াছি নাথ) ও শ্যাম নবঘন) (ওহে হৃদয়ের ধন)
(এই দেহপ্রাণমন) (দেহমন এ যৌবন)
(দাসীর আর কিবা আছে ধন)
(তোমায়, করেছি সব সমর্পণ) (ওহে ও সর্ব্বস্বধন)

৫। (আমি) হৃদয় খুলিয়া, তোমারে ভরিয়া,
রাখিব পরাণ বঁধু।
সাগরে নামিয়া, সিনান করিয়া,
পিব ও বদন মধু॥

৬। তুয়া সঙ্গে রঙ্গে, প্রেমের তরঙ্গে,
অঙ্গ ভাসাইয়া দিব।
শর বরিষণে, রসের মিলনে ,
নাশিব সব অশিব॥

তাল—দশকুশী।

৭। যাবটে সুবল বটু, সকল করমে পটু;
ভাবিছেন রন্ধনশালায়।

(সুবল ভাবিছে ভাবিছে) (আয়ানের গৃহে বসি)
(ও সেই, রন্ধনশালাতে বসি)

৮। যোগমায়া পৌর্ণমাসী, ত্বরিত গমনে আসি,
ললিতারে কাহিনী জানায় ॥
(দেবী বলে যে দিল রে) (ললিতার পাশে আসি)
(যোগমায়া পৌর্ণমাসী) (ব্রজের যোগমায়া পৌর্ণমাসী)

তাল—ঠুংরী।

৯। ঘরে ছিল কুন্দলতা, ইঙ্গিতে সকল কথা,
বলিতে জটিলা পাশে যায়।
(কুন্দ চলিল চলিল) (জটিলা বুড়ীর পাশে)
(কুন্দ, মুখে মৃদু মৃদু হাসে)

১০। আজ্ঞা দেহ ওহে আই, বঁধুরে লইয়া যাই,
বারি আনিবারে যমুনায় ॥
(মোরা যাই যাই গো) (আজ্ঞা দেহ ওগো আই)
(মোরা, সবে যমুনাতে যাই)

১১। জটিলা আদেশ দিল, সুবর্ণ কলসী নিল,
চলিল যুগল দরশনে।
(তারা সবে যে যায় রে) (সুবল সখার সনে)
(গভীর গহন বনে) (ও সেই, শ্রীরাধাকুঞ্জ বনে)
(যায়, যুগলকিশোর দরশনে)

১২। দেখিল সুবল সাজে, রাই কমলিনী সাজে,
রসময় নাগরের সনে ॥
(শোভার তুলনা নাই রে) (সুবলের বেশে প্যারী)
(দক্ষিণে মুরলীধারী) (রাইয়ের দক্ষিণে মুরলীধারী)
(দোঁহার, রূপের যাই বলিহারী)

১৩। যার ধড়া চূড়া বাঁশী তারে অরপিল।
আপনি রমণীবেশে সাজিয়া চলিল ॥
(ধনী সেজে যে চলিল) (আপনি রমণীবেশে)

তাল—চৈতন্যমঙ্গল।

১৪। বারি ল'য়ে সবে গৃহে করিল গমন রে।
(সবে গৃহে গেল) (যমুনার জল ল'য়ে)
(শ্রীরাধারে সঙ্গে লয়ে) (তার, আনন্দে মগন হয়ে)
জগদ্বন্ধু দাসে গায় সুবল মিলন রে ॥
(কিছু জানি না) (পালা শেষ করিলাম)
(কি রচিতে কি রচিলাম)
(কি লিখিতে কি লিখিলাম) (জানেন সব রাধাশ্যাম)
(জগদ্বন্ধু যায় ধাম) (দাস জগদ্বন্ধু যায় ধাম)
(দাসের বাঞ্ছা যেতে ব্রজধাম)
(দাসের পূরে যেন মনস্কাম) (জগদ্বন্ধু হইল প্রণামে)

ইতি—

"সুবলমিলন সপ্তম খণ্ড সম্পূর্ণ।"

অভিসার।

তাল—লোফা।

মৌনেতে আছেন প্যারী সখিগণ সনে।
(ধনী নীরবে আছে গো) (যোগী যেন যোগাসনে)
(ভাবিতেছে একমনে) (বুঝি, বঁধুর কথা জাগে মনে)
অমনি মুরলীরব পশিল শ্রবণে॥
(ধনীর কাণে যে গেল গো) (মোহন মুরলী ধ্বনি)
(চমকিতা রাই ধনী)
শ্রবণ ভেদিয়ে রব মরমে লাগিল।
(রব, মরমে লাগ্‌ল গো) (কর্ণরন্ধ্র ভেদি রব)
(শ্যামের নিদারুণ বেণুরব) (ধনীর ধৈর্য্য মানে পরাভব)
ধৈরজ ধরিতে নারে উঠে দাঁড়াইল॥
(ধনী দাঁড়াইল গো) (ধৈরজ ধরিতে নারে)
(আর কি রহিতে পারে) (দারুণ মুরলী স্বরে)

গড় খেমটা।

কভু উঠে কভু বসে শ্যাম-সোহাগিনী।
(রাধার কি হ'ল রে) (কভু উঠে কভু বসে)
(রাধার প্রাণ কি আছে স্ববশে) (বুঝি, মজল বেণু-গানরসে)
কিরাত তাড়িতা যেন বনের হরিণী॥
(যেন হরিণী গো) (নিঠুর ব্যাধ-তাড়িতা)
(ধনী, কি ভাবে বা চমকিতা) (ধনী, কি ভাবে বা ব্যাকুলিতা)

দশকুশী

আপনা পাসরে রাধা, না মানিছে কার বাধা,
অন্য মনে সাজে সীমন্তিনী।
চরণে স্বর্ণের বালা, কটিতে মুক্তার মালা,
গলে ধনী বাঁধিল কিঙ্কিণী॥
নূপুর পরিল হাতে, বঙ্কমল দিল তাতে,
নাসিকাতে মকর কুণ্ডল।
শ্রবণে বেশর পরে, কজ্জল চারু অধরে;
চক্ষে বহে প্রেম অশ্রুজল॥

গড় খেম্‌টা।

ধায় কমলিনী, যেন পাগলিনী,
হাতে বনফুলমালা।
ভরম সরম, ধরম করম,
পাশরে রাজার বালা॥
বলিছে ললিতা, হ'য়ে ব্যাকুলিতা,
বাহর বাহর প্যারী।
যদি হেন সাজে, ভেট নটরাজে,
হাসিবে ব্রজের নারী॥

ঠুংরি।

ললিতা ধরিল গিয়ে কিশোরীর কর।
রচিল রাধার বেশ অতি মনোহর॥
(বেশ রচে যে দিল গো) (বনফুল আভরণে)
(মোহিতে মনোমোহনে) (যায় সবে বৃন্দাবনে)
(শ্যামচাঁদ দরশনে)
শ্যাম অভিসারে সবে যায় বৃন্দাবনে।
মাধবী তরুর মূলে হেরিল মোহনে॥
(কিবা দাঁড়ায়ে আছে গো) (তিন বাঁকা হ'য়ে হরি)
(চরণ চরণোপরি) (অধরে মুরলী ধরি)
(হের সবে আঁখি ভরি) (বল সবে হরি হরি)
দাঁড়াল শ্যামের বামে রাই রসবতী।
বিমুগ্ধ বন্ধু হেরি যুগল মূরতি॥
(কিবা অপরূপ রে) (বামে বৃষভানুসুতা)
(যেন নীল নগে হেমলতা)

অভিসার।

লোফা।

সখিগণ মাঝে বসি শ্যাম মনোরমা।
(ধনী ব'সে যে আছে গো) (রূপকথা আলাপনে)
(কাল-রূপ কথা আলাপনে) (ঘিরে আছে সখিগণে)
তারকা-বেষ্টিত যেন বিমল চন্দ্রমা॥

(কিবা শোভা হ'ল রে) (তারা ঘিরে যে চাঁদ রে)
(এ যে শ্যামের হৃদয়চাঁদ)
বিনোদ রূপের কথা কহেন কিশোরী।
(রূপের কথা যে বলে রাই) (না সরে রূপের কথা)
(শুনে সবে পুলকিতা) (শুনে সবে ব্যাকুলিতা)
শুনিছে নীরবে বসি সব সহচরী ॥
(এক মনে যে শুনে রে) (নীরবে বসিয়ে সবে)
(হৃদয়ে স্মরি মাধবে)

ঠুংরি।

সানন্দে বিশাখা সখী রাই অনুরাগে।
(ধনীর আনন্দ হ'ল রে) (প্যারীর অনুরাগ জানি)
(আপনারে ধন্যা মানি) (ও সেই, শ্যামের পক্ষপাতিনী)
কহেন বিশেষ করি সকলের আগে ॥
(ঘন ঘন যে বলে রে) (ননী-চোরা রূপের কথা)
(ও সে, মনোচোরা রূপের কথা) (এ যে বিশাখার চতুরতা)
কুটিলার ভয়ে সবে রহে সাবধানে।
(সাবধানে যে রহে গো) (কুটিলা সাপিনীর ভয়ে)
(লাজ ভয়ে ভীতা হয়ে) (কুললাজ ভয়ে ভীতা হ'য়ে)
সায়াহ্ন হেরিয়া চাহে বৃন্দাবন পানে ॥
(ঘন ঘন যে চায় রে) (মধুর বৃন্দাবন পানে)
(কালরূপের কথা জাগে প্রাণে)
(অভিসারের কথা জাগে প্রাণে)

তাল—দশকুশী।

অমনি নিকুঞ্জ মাঝে, মোহন মুরলী বাজে,
ধৈরজ ধরিতে নারে রাই।
(ধৈর্য্য মানে না মানে না) (মোহন মুরলী শুনি)
(পাগলিনী কমলিনী) (ব্যাকুল হ'য়েছে প্রাণী)
(অমনি, উঠে দাঁড়াইল ধনী)
বলে সহচরীগণে, চল সবে কুঞ্জবনে,
কালশশী দরশনে যাই॥
(সবে চল চল গো) (ঐ বাঁশী বাজে বনে)
(ধৈরজ না ধরে মনে) (প্রাণকান্তের দরশনে)
(প্রাণবল্লভের দরশনে)

তাল—গড় খেমটা।

ধায় বিনোদিনী, বিনোদমোহিনী,
বিজন বিপিন মাঝে।
স্খলিত চরণে, চলে প্রাণপণে,
যে দিকে বাঁশরী বাজে॥
পশি' বৃন্দাবনে, হরিণ নয়নে,
চারিদিকে ঘন চায়।
কুসুম ভূষণে. কদম্ব হেলনে,
দেখেন বিনোদ রায়॥

ঠুংরি।

হাতে ছিল বনমালা শ্যাম গলে দিল।
(মালা গলে যে দিল রে) (সোহাগে রাঙার মালা)
(কানন কুসুমমালা) (বিনা সূতায় গাঁথা মালা)
আপনি অমনি গিয়ে বামে দাঁড়াইল ॥
(বামে দাঁড়া'ল দাঁড়া'ল) (ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে)
(শ্যামনটবর-বামে) (যেন রে দামিনী দামে)
(দোঁহার, পদে পড়ে রতিকামে)
দোঁহে ঘিরে নৃত্য করে সকল সজনী।
ভণে জগদ্বন্ধু সবে দাও হরিধ্বনি ॥
(হরি হরি যে বল রে) (রাধাকৃষ্ণের মিলন হ'ল)
(সবে হরি হরি বল)

মানভঞ্জন।

(রাধে রাধে বল বদনে—সুর)
রাধে মোর হ'য়ো না গো বাম।
তব চরণানুগত শ্যাম ॥
মম পিতা গোপরাজ, মোরে গোঠে কিবা কাজ,
ভবে যে ধরি গো রাধে রাখালের সাজ।

(সদা রাধানাম গাব ব'লে) (সদা রাধা যে বলি গো)

(সদা রাধা যে বলি গো বাঁশীস্বরে)

আমি গাই নাম অবিরাম ॥

(রাধা পদ আশে)

১। পদে এই নিবেদন, আর আছে কিবা ধন,

শ্যামনাম লিখি দেহি যুগল চরণ।

(রাধে দেহি তব যুগল পদ) (রাধে, পদ দাও পদ দাও)

(দাসে পদ দাও পদ দাও নিজগুণে)

আমি লিখি তাহে শ্যামনাম ॥

(দেহি যুগল পদ)

২। নাম লিখিতে গো পায়, যদি আঁচড় বা যায়,

শিরেতে লিখিব নাম পদ দেহ তায়।

(আমার মস্তকে চরণ রাখ) (শিরে পদ যে রাখ গো)

(রাধে পদ যে রাখ গো শিরোপরি)

আমার পূর্ণ কর মনস্কাম ॥

(শিরে পদ দিয়ে)

৩। শুন সহচরিগণ সাক্ষী থাক সর্ব্বজন,

বিকাইনু রাধাপদে দেহপ্রাণমন।

(আমি রাধাপদে বিকাইলাম) (বিকাইলাম বিকাইলাম রাধাপদে)

বন্ধু ব্রজে যেন পায় বিরাম ॥

(ওহে প্রাণকিশোরী)

রাস।

তাল—লোফা।

নিকুঞ্জকাননে কেলি গোপীগণ সনে।
(তার তুলনা নাই রে) (নিকুঞ্জকাননে কেলি)
(গোপাঙ্গনাসনে কেলি)
আরম্ভেন হরি যোগ-মায়াবলম্বনে॥
(হরি কেলি যে কৈল গো) (ব্রজগোপীগণ নিয়ে)
(গোলোকের ভাব নিয়ে) (ও সেই, যোগমায়ার আশ্রয় নিয়ে)

১। নাচিছে নাগর সনে সকল গোপিনী।
(তারা সবে যে নাচে গো) (শ্যাম নটবর সনে)
(নবীন নাগর সনে) (তারা নাচিছে প্রফুল্ল মনে)
রুণু ঝুনু বাজে ঘন নূপুর কিঙ্কিণী॥
(ঘন ঘন যে বাজে রে) (হেম নূপুর কিঙ্কিণী)
(গগনে উঠিছে ধ্বনি)

২। নীলনভে হাসে শশী তারকাবেষ্টিত।
(শশী নভে যে হাসে রে) (তারকাবেষ্টিত হ'য়ে)
(তারাগণের মাঝে র'য়ে)
তেমনি শোভেন শ্যাম সঙ্গিনী সহিত॥
(মরি কি শোভা রে) (গোপীগণের মাঝে হরি)
(বামভাগে রাইকিশোরী) (শোভার বালাই ল'য়ে মরি)

তাল—ঠুংরি।

৩। বাজে বাঁশী সপ্তস্বরা মুরজ মৃদঙ্গে।
(কি বাজাইছে গো) (মুরজ মৃদঙ্গ বাঁশী)
(আনন্দ সাগরে ভাসি) (ঢালে সুধা রাশি রাশি)
মন্দিরা তাম্বুরা বীণা অভিনব রঙ্গে॥
(মরি কিবা রঙ্গ রে) (সুখেতে মগন সবে)
(মত্ত নৃত্যগীত রবে)

তাল—একতালা।

৪। ললিতা বিশাখা চিত্রা লবঙ্গ মঞ্জরী।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা সুদেবী সুন্দরী॥
(তারা নাচিছে গো) (রাসরসমত্তা হ'য়ে)
(নব নটবর নিয়ে)

তাল—গড়্ খেম্টা।

৫। রঙ্গরাজ সঙ্গে গোপী নাচে গায় রঙ্গে।
কোকিল পঞ্চম তানে জাগায় অনঙ্গে॥
(কোকিল জাগাইছে) (রাসের বাজারে কামে)
(গেয়ে মধুর পঞ্চমে)

৬। কেহ ফুল্লমনে, নটবর সনে,
সুমধুর স্বরে গায়।

তাহারে তখন, দিয়ে আলিঙ্গন,
প্রশংসেন শ্যামরায় ॥

৭। কেহ হেসে হেসে, রসের আবেশে,
শ্যাম অঙ্গে ঢলে' পড়ে।
নাগর রসিয়া, সুখেতে ভাসিয়া,
আবরে দু'করে ধরে ॥

দশকুশী

৮। রাসশ্রমে অবিশ্রাম অঙ্গেতে বহিছে ঘাম,
যায় সবে কালিন্দীর তীরে।
(তারা সবে যে যায় রে) (কালিন্দী যমুনার জলে)
(যমুনার নীল জলে) (রাসশ্রমে ঢলে' ঢলে')
(বাহু রাখি বঁধুর গলে)

৯। যুগলে বেষ্টন করি সুখে সকল সুন্দরী
জলকেলি করে নীল নীরে ॥
(জলকেলি যে করে রে) (যুগলে বেষ্টন করি)
(খেলে সব সহচরী) (ঘন ছিটাইছে বারি)

তাল—ঠুংরি।

১০। রাই ল'য়ে শ্যাম রায়, দূরে সাঁতারিয়ে যায়,
পুনঃ মিলে সখীগণ সনে।

(কত রঙ্গ যে করে গো) (রসিক বিনোদ রায়)
(সাঁতারিয়ে দূরে যায়) (রাই ল'য়ে চলে যায়)
(কভু বা জলে লুকায় কায়) (কভু বা বারি ছিটায়)
ভণে জগদ্বন্ধু দ্বিজ, দোঁহ পদ সরসিজ,
কবে মুই সেবিব যতনে ॥
(কবে সেবিব সেবিব) (রাধাকৃষ্ণের যুগল পদ)
(ও সেই, গোপীকালাঞ্ছিত পদ) (আমি ভাবে হ'য়ে গদগদ)
(ও সেই কোটি-কোকনদ পদ)

তাল—একতালা।

১১। ঠাকুর বৈষ্ণবগণ দয়া কর দাসে হে।
দেহ গোপীদেহ মুই থাকি রাধাপাশে হে ॥
(গোপীদেহ দেও) (ঠাকুর বৈষ্ণবগণ)
(করি কৃপা বিতরণ) (করি শক্তিসঞ্চারণ)
(দেহ দাসে শ্রীচরণ)

পদাঙ্ক দর্শনে বিরহ।

তাল—লোফা।

আনিতে যমুনা বারি, ধীরে ধীরে যান প্যারী,
কক্ষে কুম্ভ কুটিলার সনে।

(ধীরে ধীরে যে যায় রে) (গজেন্দ্র গমনে ধনী)
(এলায়ে পড়েছে ধনী)

১। মৃগ আঁখি উর্দ্ধে ধায়, কভু বনপানে চায়,
কভু চায় মৃত্তিকার পানে ॥
(ঘন ঘন যে চায় রে) (কি যেন দেখিবে বলে')
(চলিতে চরণ স্খলে)

২। যেতে যেতে পত্রোপরে, পদচিহ্ন আছে পড়ে,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ রেখা তাহে ॥
(ধনী চেয়ে যে র'ল) (গোবিন্দপদাঙ্ক পেয়ে)
(নির্নিমেষে আছে চে'য়ে) (মৃগ আঁখি ছল ছল)
(স্বর্ণ কুম্ভ ভূমে প'ল)

৩। মন্থর গমনে যায়, প্রাণ নাহি যেতে চায়,
সঘনে কাঁপিছে, দেহতরু ॥
(তনু ঘন যে কাঁপে) (শ্যাম-প্রেম ফুলভারে)
(রতিপতির পঞ্চশরে) (আর না চলিতে পারে)
(আর না দাঁড়াতে পারে) (বুঝি ভূমে ঢলে' পড়ে)

তাল— ঠুংরি।

৪। কুঞ্চিত করিয়া নাশা, বুটিলা করে জিজ্ঞাসা,
কেন রাই এমন হইলি ॥
(তোর কিবা হ'ল রে) (পথে কেন এমন হ'লি)

(বুঝেছি তোর চতুরালি) (তোর হৃদে জাগে বনমালী)
(স্বামীকুলে দিলি কালি)

৫। লম্পট তস্কর রায় তারে ভাবা না জুয়ায়,
চল মোরা আনি গিয়ে বারি ॥
(তারে ভুলে যাও রে) (লম্পট তস্কর শ্যাম)
(চুরি করে অবিরাম) (তারে ভেবে কাজ নাই)
(চল মোরা যাই রাই)

৬। কৃষ্ণ নিন্দা শুনি কাণে, কমলিনী অভিমানে
পড়িলেন ধরার উপরে ॥
(ধনী ঢলে' যে প'ল রে) (বাতাহত তরুপ্রায়)
(একে অঙ্গ জর জর) (তাহে, কৃষ্ণ নিন্দা গুরুতর)

তাল—দশকুশী

৭। বন্ধু বলে ও কুটিলে, হেথা কেন নিরবিলে
পুনঃ মোর শ্যামে দেহ গালি ॥
(রাই এখনি উঠিবে) (পুনঃ পুনঃ শুনে নাম)
(গালি দেহ অবিরাম) (গাও নাম অবিরাম)

বিরহ।

তাল—গড় খেমটা

বিরহ বিধুরা ধনী ধূলাতে ধূসর।
(ধূলায় ধূসর হল রে) (বিরহিনী কমলিনী)
(যেন ছিন্ন পঙ্কজিনী)
কালিমা ঘিরিল মরি হেম কলেবর ॥
(অঙ্গ কালি যে হ'ল রে) (কষিত কাঞ্চন অঙ্গ)
(ও সেই সোণার বরণ অঙ্গ)

তাল—লোফা।

১। এলায়েছে নীলসাড়ী কুবরী কিঙ্কিণী।
(সব এলায়েছে গো) (কবরী কিঙ্কিণী সাড়ী)
(ধূলায় পড়ে' রাইকিশোরী)
বাতাহত তরু হেন পড়ে' বিরহিনী ॥
(ভূমে লুটাইছে গো) (বিরহিনী বিনোদিনী)
(এ যে প্রেমের পুতলীখানি) (এ যে সোণার পুতলীখানি)

তাল—গড় খেমটা।

২। পূর্ণিমার চাঁদ যেন পড়েছে খসিয়া।
(চাঁদ খসে যে প'ল) (প্রেম আকাশের চাঁদ)
(প্রেম আকাশের রাই চাঁদ) (না মিটিতে মনসাধ)

(বুঝি ভেঙ্গে গেছে প্রেমের বাঁধ)

সব সহচরী আসি বসিল ঘিরিয়া ॥

(সবে ঘিরিয়ে র'ল) (কমলিনীর দশা হেরি)

৩। বিশাখা আসিয়া, নিকটে বসিয়া,

শ্যামনাম কর্ণে দিল।

ললিতা তখন, করিয়া যতন,

কোলেতে তুলিয়া নিল ॥

৪। শুনি নামধ্বনি, হরিণনয়নী,

চাহে বিশাখার পানে।

সবে শ্যামনাম, গায় অবিরাম,

মধুর পঞ্চম তানে ॥

দশকুশী।

৫। গা তোল গা তোল ধনী, আসিবেন নীলমণি,

সুলক্ষণ নাচে বাম অঙ্গ।

(বাম অঙ্গ যে নাচে গো) (গা তোল গা তোল ধনী)

(তোর, আসিবেন নীলমণি) (উঠ, আসিবেন নীলমণি)

৬। শিখী সব কেকা তানে, নাচে প্রফুল্লিত প্রাণে

শাখি ডালে গাইছে বিহঙ্গ ॥

(তারা গাইছে গাইছে) (শিখী সব কেকা তানে)

(তারা গায় প্রফুল্লিত প্রাণে)

গড় খেমটা।

৭। কিবা সুললিত স্বরে, শারী শুক গান করে,
কুঞ্জদ্বারে নাচে কুরঙ্গিণী।
(তারা নাচিছে গো) (শারী শুক কুরঙ্গিণী)
(কাননে নাচে শিখিনী) (নাচিছে শিখী শিখিনী)
(তারা নাচে হয়ে উন্মাদিনী)

৮। উঠ উঠ চন্দ্রাননে, আর কেন ধরাসনে,
বসন সম্বর বিনোদিনী॥
(রাধে উঠ উঠ) (উঠ প্রাণ প্রিয়তমে)
(তুমি উঠ প্রাণ প্রিয়তমে) (একবার চাহ নলিন নয়নে)
(একবার চাও হরিণ নয়নে) (ধনী আর কেন ধরাসনে)
(উঠ বাঁচাও কিঙ্করিগণে) (একবার হাসাও বিধুবদনে)
হেসে হাসাও তোমার দাসিগণে)

ঠুংরি

৯। হের সখী, কমলাখি এল দূতী সনে।
(অই এল এল লো) (দূতী সনে রসরাজ)
(সখী এ যে ভূপতির সাজ)
ধড়া চূড়া বেণুহীন মলিন বদনে॥
(সখী হের হের লো) (অই এল অই এল হরি)
(শিরে বেঁধেছে পাগড়ী)
(চুড়া বাঁশী পরিহরি)

১০। পড়িল রসিকবর রাই পদতলে।
ধোয়াইল রাধাপদ দু'নয়ন জলে॥
(হরি পড়িল পড়িল) (কমলিনী চরণতলে)
(ভাসিছে নয়ন জলে) (চরণ ধোয়া'ল নয়নজলে)
(হের সবে কুতুহলে)

১১। দু'হাতে যতনে ধনী তুলেন নাগরে।
(ধনী তুলিল তুলিল) (দুই কর অগ্রসারে)
(আপন নাগরে ধরি) (বল সবে হরি হরি)
জগদ্বন্ধু ভণে বঁধু রহে যোড়করে॥
(করযোড়ে রল রে) (রাই কমলিনীর আগে)
(রাধা বিনোদিনীর আগে) (রাধা পাদপদ্ম আগে)
(অপরাধ হৃদে জাগে) (হাসে বন্ধু একভাগে)

দশম দশা

(কীর্তন —সুর)

মোরে ঘিরে বস সখীগণ, দেখে যাই তোদের চন্দ্রানন।
তোদের কমলিনী, ও সজনি! বিদায় মাগিছে এখন॥

১। কেন ওলো বিশাখে, পটে দেখালি তাকে,
এখন গরলে জরিল অঙ্গ বুঝিবে বা কে।
শ্যাম-বিচ্ছেদ-বিষ, দিবানিশি, মোরে করিছে দাহন॥

২। সখী কেঁদ না লো আর, মোরে কাঁদা'ও না আর,
তোমরা কাঁদিলে দশা বুঝে কে আমার!
এখন জনে জনে ফুল্লমনে, লহ মোর আভরণ॥

৩। শারী শুক শিখিনী, কোকিল কুরঙ্গিণী,
(তারা) দেশে দেশে গা'বে যেন মোর দুঃখ-কাহিনী।
এখন হৃষ্ট চিতে, ও [illegible]লিতে খুলে দাও তাদের বন্ধন॥

৪। র'ল র'ল কুঞ্জবন, শ্যাম-প্রেম-নিকেতন,
বৃথা এ বৈভব বিনে মদনমোহন।
ত্যজি সকল খেলা, যাবার বেলা, দেহ মোর আলিঙ্গন॥

৫। তুঙ্গবিদ্যা ললিতা, চিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী বিশাখা সুদেবী ইন্দুলেখা।
তোমরা ফিরে ফিরে, ঘিরে ঘিরে, কর হরি সংকীর্ত্তন॥

৬। এত বলতে অমনি, ঢলে পড়িল ধনী,
দেহের ইন্দ্রিয় দশ গেল তখনি।
বন্ধু কাঁদিয়ে কয়, এমন সময়, কোথা রাধিকারঞ্জন॥

দশম দশা।

ধনী ধূলায় পড়ে অচেতন,
লেগেছে দশনে দশন।
রাইয়ের দশেন্দ্রিয় দেহ ছেড়ে করিয়াছে পলায়ন ॥

১। হেম জিনি কলেবর, আজি ধূলায় ধূসর,
কালিমা ঘিরিল সুবিমল বিম্বাধর।
ধনীর মুখশশী, হ'ল মসী ভালে উঠিল নয়ন ॥

২। ধনী নাহি নাড়ে পাশ, নাসার না বহে নিঃশ্বাস,
ফুরাল প্রেমের হাসি ও মধুর ভাষ।
আজি রাহু যেন শশধরে করিল গ্রহণ ॥

৩। যখন চেতনা ছিল, কত কথা বলেছিল,
নয়নধারাতে এই ধরা ভিজাইল।
(তার) একবিন্দু অশ্রুজল গণ্ডেতে আছে এখন ॥

৪। জানি সলিলে কমল, এ যে কমলেতে জল,
বিমল চন্দ্রিকালোকে করে ঢল ঢল।
জিনি শতদল, পরিমল, শ্রীরাধার চন্দ্রানন ॥

৫। যেন গগনের শশী ভূমে পড়েছে খসি,
কাঁদিছে রূপসী সব নিকটে বসি।
বলে হা রাধিকে, প্রাণাধিকে, একা করো না গমন

৬। যত ব্রজ গোপিনী, মোরা তোর সঙ্গিনী,
জীয়নে মরণে হব অনুগামিনী।
রাধে তো বিরহে, এ ছার দেহে, কেন রয়েছে জীবন ॥

৭। তোর সাধের বৃন্দাবন, নিধু নিকুঞ্জ কানন,
কারে দিয়ে গেলি বাঁকা মদনমোহন।
তোরে লয়ে সাথে, যমুনাতে, কার প্রাণ বিসর্জ্জন ॥

৮। সব সহচরিগণ, রাই শোকাতে মগন,
হা রাধামাধব বলি করিছে রোদন,
জগদ্বন্ধু ভনে, নাম শুনে, ধনী পাইল জীবন ॥

তাল—একতালা।

হরি হরি হইনু বিদায়।
শ্যাম বিরহে জীবন যায় ॥

১। হরি প্রেম পিয়াসে, হরি জলদ আশে,
ছিল রাধা চাতকিনী হৃদয় আকাশে ॥
(হরি পিয়াস অনল প্রবল হ'ল) (বুঝি চাতকী মরে লো)
(বুঝি চাতকী মরিল বারি বিনে) (মরে, হরি প্রেম পিপাসায়)
(কণ্ঠ শুষ্ক হ'ল)

২। শুন সহচরিগণ, বুঝি নিকট মরণ,
মোরে ল'য়ে নিধুবনে চল সর্ব্বজন।
(আমায় সঙ্গে করে ল'য়ে চল) (আমার সর্ব্বাঙ্গে লেপিও)
(আমার সর্ব্বাঙ্গে লেপিও যমুনা মাটি)
সখী শ্যামনাম লিখ তায়॥
(জীবনান্তকালে)

৩। এই শেষ আকিঞ্চন, যবে হবে লো মরণ,
তমালের ডালে দেহ করিও বন্ধন।
(আমার কৃষ্ণ এলে দেখা'ও) (বাঁকা সখাকে দেখা'ও)
(বাঁকা সখাকে দেখা'ও শববপু)
তাহে বসিবেন শ্যামরায়॥
(দাসী মনে করে)

৪। কথা কহিতেছিল, অমনি ঢলে পড়িল,
অসময়ে কমলকলি শুকাইল।
(কমল অকালেতে শুকাইল) (রাই ঢলে যে প'ল রে)
(রাই ঢলে যে পল রে অচেতনে)
বন্ধু ভাসে নয়নধারায়॥

দশম দশা।

লোফা।

প্রেম-সরোবর-নীরে হাসিত নলিনী।
(নীরে নলিনী হাস্‌ত রে) (প্রেম-সরোবর-নীরে)
(শ্যাম প্রেম-সরোবর-নীরে) (সে, দুল্‌ত প্রেমে ধীরে ধীরে)
(তপন সোহাগ ভরে) (শ্যাম তপন সোহাগভরে)
বিনোদ-তপন বিনে বুঝি অনাথিনী ॥
(বুঝি অনাথিনী রে) (প্রেমেতে বঞ্চিতা হ'য়ে)

১। গগন চন্দ্রমা যেন পড়িয়ে ধূলায়।
(চাঁদ ধূলায় যে পড়ে রে) (বিধির আবার একি বিধি)
(এ যে প্রেম পয়োধির নিধি) (শ্যাম, প্রেম-পয়োধির নিধি)
ছিন্নমূল স্বর্ণলতা ভূমে গড়ি যায় ॥
(এ যে স্বর্ণলতা গো) (ছিল সহকারে ধরে)
(ছিল শ্যাম-সহকারে ধরে) (তবে কেন ধূলায় পড়ে)

গড় খেমটা।

২। বয়ানে কালিমা রেখা নাহি সুধা ভাষ।
(কথা ফুরাইল) (আধ আধ প্রেমকথা)
(প্রেম অমিয় জড়িত কথা) (ধনী কি যেন পেয়েছে ব্যথা)
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহু করে গ্রাস ॥
(রাহু গরাসিল) (প্রেম পূর্ণিমার শশী)
(শ্যাম, প্রেম পূর্ণিমার শশী) (ধনীর শশীমুখ হ'ল মসী)

ঠুংরী।

৩। দশম দশায় ভূমে পড়ে কমলিনী।
যেন কুঞ্জবনে কত ফুটেছে নলিনী॥
(কত কমল বা ফুটেছে) (কিশোরী কমল ফুটে)
(চৌদিকে আলো করে) (নিকুঞ্জ বাসর ঘরে)

৪। নাভিপদ্ম মুখপদ্ম আঁখিপদ্ম তায়।
(এ কি পদ্মবন গো) (এক, রাইপদ্মে এত পদ্ম)
পাদপদ্ম নখে কোটী শশী শোভা পায়॥
(শশী পদে যে শোভে রে) (যেন, স্বীয় ধাম,ত্যজ্য করে)
(আছে, রাধাপদ নখো 'পরে)

দশকুশী।

৫। ধূলাতে ধূসর অঙ্গ, নাহি প্রেম রসরঙ্গ,
ভঙ্গ সব ত্রিভঙ্গ বিহনে।
(সব ভঙ্গ যে হ'লো রে) (নিরুপম রসরঙ্গ)
(বিনা সে বাঁকা ত্রিভঙ্গ) (বুঝি লীলাখেলা হ'ল সাঙ্গ)

৬। স্খলিত কবরীপাশ, এলায়েছে নীলবাস,
বিরহিনী পড়ে অচেতনে॥
(ধনীর চেতনা নাই রে) (দারুণ বিরহ শরে)
(পোড়া দেহ ভূমে প'ড়ে) (হেরিয়া প্রাণ বিদরে)

গড়খেমটা

৭ । ভালে উঠিয়াছে আঁখি, উড়ে গেছে প্রাণপাখী,
শূন্য করে ও দেহপিঞ্জর ॥
(পিঞ্জর শূন্য পড়ে) (উড়ে গেছে প্রাণপাখী)
(ভালেতে উঠেছে আঁখি) (নিমিষহীন মৃগ আঁখি)

৮ । দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল, নবদ্বার বন্ধ ভেল,
শোকে জগদ্বন্ধু জরজর ॥
(দেহ পড়ে যে আছে) (দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেছে)
(তারা, আত্মাসনে চলে গেছে) (নবদ্বার বন্ধ আছে)

দশম দশা ।

তাল—একতালা ।

কুঞ্জবনে কমলিনী কুঞ্চিত আননে ।
করেন বিলাপ বহু বিনোদ বিহনে ॥
(থেকে থেকে যে কাঁদে রে) (বঁধুয়া বিহনে সতী)
(পরাণ কাঁপির অতি) (বিনা সে গোলোকপতি)

১ । কোথা পীতবাস পদ্মপলাশলোচন ।
দয়া ক'রে অধীনেরে দাও দরশন ॥
(বহু দিন গত হ'ল) (দেখি না মুখ-কমল)
(আর, কত বা করিবে ছল) (আর কত বা কাঁদাবে বল)

তাল—ঠুংরী।

২। ফলহীন বৃক্ষরাজি, গন্ধহীন ফুল।
গোকুলে অকুলে রেখে দিবে না কি কূল।
(কূল দিবে কিনা গো) (অকূলে গোকুলে রেখে)

৩। নীরবিল শারি শুক, অলি না গুঞ্জরে।
পাপিয়া কোকিল কাকাতুয়া না কুহরে॥
(তারা নীরবিল) (না হেরিয়া তুয়া মুখ)
(তাদের, হৃদয়ে নাহি গো সুখ) (সদা, বিদরিয়া যায় বুক)

তাল—গড় খেমটা।

৪। শারী শুক সব, হইল নীরব,
নাহি গায় রস-গান।
কোকিল পাপিয়া, কাকাতুয়া টীয়া,
সব দুঃখে ম্রিয়মান॥

৫। নাহি কুঞ্জশোভা, মুনি-মনোলোভা,
শোভাহীন ব্রজধাম।
তোমার বিহনে, বিরহ দহনে,
বুঝি বঁধু মরিলাম॥

তাল—দশকুশী।

৬। এত যদি ছিল মনে, কেন ব্রজবাসিগণে,
প্রাণে নাহি বধিলে মাধব।
পুনঃ দরশন আশে, আছি শ্যাম শূন্যাবাসে,
মনোব্যথা মনে র'ল সব॥

তাল—গড় খেমটা।

৭। ছিল না করমে লেখা, আর না হইল দেখা,
কাঁদিতে কাঁদিতে দিন গত।
কোথা শ্যাম প্রিয়তম, মরণ নিকট মম,
চলিলাম জনমের মত॥

তাল—লোফা।

৮। এ বড় রহিল দুঃখ, না হেরিনু চারুমুখ,
অন্তিম সময়ে একবার।
(দেখা হ'ল না হ'ল না) (আমার, কেঁদে কেঁদে দিন গত)
(এখন যাই এ জনমের মত) (যেন পরকালে পাই পদ)

৯। বাঞ্ছা রহিল অন্তরে, যেন জন্মজন্মান্তরে,
তোমা ধনে পাই বারে বার॥
(অন্য চাই না চাই না) (ওহে কৃষ্ণ! তোমা বিনে)
(যদি, কিনে রেখেছ চরণে) (কিছু, নাহি জানি তোমা বিনে)
(নাহি অন্য আকিঞ্চন) (যেন, দেহান্তরে পাই শ্রীচরণ)

তাল—গড় খেমটা।

১০। বলিতে বলিতে প্যারী নয়ন মুদিল।
শুকাল কমলমুখ ঢলিয়ে পড়িল॥
(রাই ঢলে যে প'ল) (কৃষ্ণ কথা কইতেছিল)
হরিগুণ গাইতেছিল) (গাইতে গাইতে কি হইল)
(বুঝি সোণার কমল শুকাইল)

তাল—ঠুংরি।

১১। দাস জগদ্বন্ধু বলে শুন সখিগণ।
কর্ণমূলে শ্যামনাম গাও সর্ব্বজন ॥
(শ্যামনাম যে গাও রে) (বিরহ-ব্যথিতার কাণে)
(তবে ত বাঁচিবে প্রাণে) (ও রাই, বিরহ ব্যথিতার কাণে)
(ও তায়, তোল নাম সুধা দানে)

দশম দশা।

তাল—লোফা।

বিরহিনী কমলিনী দশম দশায়।
(ধনী পড়ে যে আছে গো) (দারুণ বিরহ তাপে)
কষিত কাঞ্চন অঙ্গ ধরণী লোটায় ॥
(ধূলায় গড়ি যে যায় রে) (কষিত কাঞ্চন অঙ্গ)
(ফুরায়েছে রসরঙ্গ) (ধনীর ফুরায়েছে রসরঙ্গ)

১। ধূলি ধূসরিত তনু মাধব বিহনে।
(বুঝি বেঁচে নাই বেঁচে নাই) (সোণার মুখ কালি হ'ল)
(দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল) দেহের নবদ্বার রুদ্ধ হ'ল)
কাঁদে সব সখিগণ শোকাকুল মনে ॥
(তারা সবে যে কাঁদে গো) (কমলিনীর মুখ চেয়ে)
(তাঁদের যায় বুক বিদরিয়ে)

গড় খেমটা

২। হা কিশোরী প্রাণেশ্বরী, কোথা যাও পরিহরি,
যেও না যেও না একাকিনী ।
(একা যেও না রাই) (সঙ্গে করে নিয়ে চল)
(মোদের সঙ্গে করে নিয়ে চল) (তোর দাসীগণ পড়ে র'ল)
(চির-দাসীগণ পড়ে র'ল) (মোদের ভাগ্যে এই হ'ল)
(শেষে মোদের ভাগ্যে এই হ'ল)

৩। মোরা তোর চিরদাসী, ও চরণ অভিলাষী,
কর না কর না অনাথিনী ॥
(ফেলে যেও না রাই) (মোরা, শ্যাম বিরহের বিরহিনী)
(রাধে, মোরা কালা-কলঙ্কিনী) (এখন পথের কাঙ্গালিনী)
(মোরা, তোর চিরসঙ্গের সঙ্গিনী) (রাধে, হব তোর অনুগামিনী)

৪। তুমি শ্রীরাধিকা, পরাণ অধিকা,
প্রেমের পুতলিখানি ।
সব সখিগণে, জীয়নে মরণে,
তোমা বিনে নাহি জানি ॥

৫। তোমার বিহনে, কি কাজ জীবনে,
যেয়ে যমুনার তীরে ।
তোরে বক্ষে করি, বলে হরি হরি,
ডুবিল শ্যামল নীরে ॥

ঠুংরি

৬। শ্রবণে বদন রাখি বিশাখা সুন্দরী।
সুধামাখা শ্যামনাম গায় উচ্চ করি॥
(শ্যামের নাম যে গায় রে) (শ্রবণে বদন দিয়ে)
(সপ্তমেতে মিলাইয়ে) (নীলাকাশে মিশাইয়ে)

৭। বঁধু ভ্রমে বিশাখায় নেহারে কিশোরী॥
ভণে জগদ্বন্ধু সবে বল হরি হরি॥
(সবে হরি বল রে) (কি বলিয়ে এলে ভবে)
(কি কাজে বা এলে ভবে) (শেষে কিবা গতি হবে)
(এ সকল কোথা রবে) (শমন এসে বাঁধবে যবে)
(ভাই রে বল কি উপায় হবে) (তোমার ধনজন পড়ে রবে)
(তব সঙ্গের সাথী কেউ না হবে) (হরিপদে স্থান হবে)
(হরি হরি বল সবে)

———

মুর্চ্ছাভঙ্গ।

ঢলে পড়িল কমলিনী, নিশাতে যেন নলিনী।
কাঁদে গোপনারী, শুক শারী, শিখিনী কুরঙ্গিনী॥

১। ছিন্নমূললতা-প্রায়, ধনী ভূমে গড়ি যায়,
তূলা ধরি সখিগণ দেখিছে নাসায়;
রাই আছে কিবা ছেড়ে গেল ভাবে সব গোপিনী॥

৬। আমরা মরিব যবে, বঁধু এসে কিবা করে,
তো বিনে কি রাখিবে জীবন গো॥
(সে কি বাঁচিবে গো) (তুমি যদি মর রাধে)
(তবে সে বাঁচিবে কোন সাধে)
হলপাণি ধরি হল, সৃষ্টি দিবে রসাতল,
বাধা না শুনিবে সঙ্কর্ষণ গো॥
(বাধা মানবে না গো) (বড়, অভিমানি হলধর)
(ও সে বিনাশিবে চরাচর) (ও রাই কেন সৃষ্টি নাশ কর)
(রাধে, মোদের বচন ধর) (মো সবারে ত্যজি কেন মর)

তাল— ঠুংরি॥

৮। ললিতা ধৈরজ ধরি কর্ণে নাম গায়;
চমকিতা কমলিনী চারিদিকে চায়॥
(চারিদিকে যে চায় রে) (চমকিতা হ'য়ে রাই)
(ভাবের বলিহারি যাই)

৯। জগদ্বন্ধু বলে শুন সকল সজনী।
রাইকে ঘিরিয়ে সবে দাও হরিধ্বনি॥
(হরিধ্বনি যে দাও রে) (রাধানাম সুধা পিয়ে)
(জুড়া'বে তাপিত হিয়ে) (রাধারাণীর জয় দিয়ে)
(বন্ধু বলিছে নাচিয়ে)

মূর্চ্ছাভঙ্গ।

তাল—একতালা।

ধরাসনে পড়ে আহা রাই কমলিনী।
ভানুর বিহনে যেন মুদিতা নলিনী॥
অপরূপ রূপশশী মলিন হইল।
অকালে কুসুমকলি ঝরিয়ে পড়িল॥
(ফুল ঝ'রে প'ল) (সাধের ফুল ঝ'রে প'ল)

১। দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেল নবদ্বার বন্ধ।
নাহি সে কমলমুখে হাসি মন্দ মন্দ॥
(হাসি ফুরাইল) (প্রেমের হাসি)

গড় খেমটা।

২। রাইকে নিরখি, কাঁদে সব সখী,
শিরেতে হানিয়ে কর।
একি হ'ল হায়, রাই ছেড়ে যায়,
শুকায়েছে চন্দ্রাধর॥

৩। কোথা রসময়, নিঠুর নির্দ্দয়,
হারালি হৃদয়ধনে।
মোরাও সকলে, যমুনার জলে,
পশিব প্যারীর সনে॥

৪। ললিতা বলিছে, সবে কাঁদ মিছে,
মরে নাই রাইবিনোদিনী।
দশম দশায়, পড়িয়ে ধুলায়,
রয়েছেন শ্যাম বিরহিনী ॥

৫। এতেক বলিতে, কর্ণে নাম দিতে,
চাহিলেন হরিণনয়নী।
নিকুঞ্জ বাসরে, গোপী সরোবরে,
আধ আধ ফুটিল নলিনী ॥

তাল—ঠুংরি।

৬। উঠিলেন কমলিনী প্রেমে ঢুলি ঢুলি।
সকল গোপিনী মিলি মুছাইছে ধূলি ॥
(মরি কিবা শোভা) (প্রেমে ঢুলু ঢুলু প্যারী)
(ভাবের বালাই লয়ে মরি)

৭। রাই ল'য়ে গৃহে যায় যত সহচরী।
ভনে জগদ্বন্ধু সবে বল হরি হরি ॥
(সবে হরি যে বল রে) (হৃদয় খুলে) (সংসার ভুলে)
(ত্যজ মোহ হলাহল) (সবে হরি হরি বল)

প্রভাস যজ্ঞ।

শ্রীদাম উক্তি

তাল—একতালা।

প্রভাসে করেন যজ্ঞ কৃষ্ণ বলরাম।
ধেনুবৎস ল'য়ে দ্বারে আসিল শ্রীদাম॥
(ধেনু ল'য়ে যে এল রে) (কানু দরশন তরে)
(রহিতে নারিল ঘরে)

১। প্রবেশ করিতে দ্বারী পথ নাহি দিল।
কোথা রে কানাই বলি ডাকিতে লাগিল॥
(তুই কোথা যে রলি রে) (দ্বারী নাহি দিল পথ)
(বুঝি, না পূরিল মনোরথ) (শতবর্ষ হল গত)

দশকুশী।

২। শ্রীদাম ডাকিছে দুঃখে, বচন না সরে মুখে,
কোথা রলি জীবন কানাই।
নন্দ-যশোমতী দ্বারে, এল তোরে দেখিবারে,
ললিতাদি সখী সনে রাই॥

৩। লইয়ে গোধনপাল, এসেছে সব রাখাল,
সুবল সুদাম বসুদাম।
দ্বারী নাহি দিল পথ, না পূরিল মনোরথ,
শেষে কিরে এই পরিণাম॥

গড় খেমটা।

৪। ক্ষীর সর যশোমতী রাখে থরে থরে।
বড় আশা কানু রে তোর দিবে চন্দ্রাধরে॥
(মনে বড় যে আশা) (রাখিয়াছে থরে থরে)
(দিতে রে তোর চাঁদ অধরে) (ও সে, আর কিছু জানে নারে)

৫। কেঁদে কেঁদে নন্দরাণী হইয়াছে অন্ধ।
তুয়া বিনে গোপকুলে সব নিরানন্দ॥
(তারা সবে যে কাঁদে) (তোমা ধনে হারাইয়ে)
(তোর বেনুগান না শুনিয়ে) (যদি সবারে এলি ত্যজিয়ে)
(কেন এলি নারে বিনাশিয়ে)

৬। হারে রে নিঠুর তোরে যায় কি পাসরা।
জীবন থাকিতে সবে হ'য়েছিল মরা॥
(সবে মরে যে ছিল) (নারদ এসে জিয়াইল)
(বীণা-গানে প্রাণ দিল) (নইলে, শূন্য দেহ পড়েছিল)

৭। তো বিনে কেশব, ব্রজবাসী সব,
শবপ্রায় পড়েছিল।
নারদ যাইয়ে, বীণা বাজাইয়ে,
সকলের প্রাণ দিল॥

৮। রাজত্ব পাইয়ে, নিঠুর হইয়ে,
ব্রজলীলা পাসরিলি।
প্রভাসে আসিয়ে, যজ্ঞ আরম্ভিয়ে,
মো সবারে না ডাকিলি॥

৯ আমরা কাঙ্গাল, ব্রজের রাখাল,
সাহি জানি চতুরালি।
সম্বর সম্বর, চক্র চক্রধর,
দেখা দাও বনমালী ॥

১০। আবার, বন্ধু অভিমত, কাঁদিবে বা কত,
শুন রে শ্রীদাম ভাই।
তবে পাবে ফল, যশোদারে বল,
ডাকিতে প্রাণ কানাই ॥

ঠুংরী।

১১। করযোড়ে বলে দাস না হও চঞ্চল।
এখনি আসিবে হরি ভকত-বৎসল ॥
(তারে হৃদে যে ভাব রে) (সে সকলই করিতে পারে)
(কিন্তু ভক্তের দুঃখ সইতে নারে) (শুন সাধুজন যত)
(ভজ তারে অবিরত) (ক্রমে হ'ল দিন গত)
(আসিতেছে রবি-সুত) (শুন রে সব ভকত)

প্রভাস যজ্ঞ।

যশোদা-উক্তি।

তাল—একতালা।

যজ্ঞদ্বারে যশোমতী যুড়ি দুই পাণি।
চক্ষে বারি দ্বারী অগ্রে করেন মেলানি ॥

(করযোড়ে যে যাচে রে) (দ্বার ছাড়িবার তরে)
(দু'নয়নে নীর ঝরে) (মুখে না বচন সরে)

১। দয়া করে দ্বারী মোরে মুক্ত কর দ্বার।
আমি নন্দরাণী, রাজমাতা যে তোমার॥
(আমার যেতে দে যেতে দে) (গোপালেরে দেখে আসি)
(বুঝি, গোপাল আমার উপবাসী) (ও সে, ক্ষীর সরে হবে খুসি)
(একবার, দেখি রে সে মুখশশী)

তাল— গড় খেমটা।

২। ক্রোধে কহে দ্বারী, কোন্ হায় রাঁড়ী,
ভাগ্ যা হিঁয়াছে ত্বরা।
কাহে কোরে গোল, না শুনত বোল,
লাঠিছে লুটা'ব ধরা॥

৩। রাজাকা হুকুম, না কর জুলুম,
শুন্ রে বুড়িয়া মাই,
লেড়্কা লোক সাথ, বুঝা নাহি যাত,
কাহে তু এতনা গাই॥

৪। যব্ ভুক্ লাগে, রহ একভাগে,
মিলেগা বহুত চিজ।
জিলেবী কচুরী, বালুসাই পুরী,
সেঁও মেওয়া কিসমিস॥

৫। নব রাজমাতা, কাহে রে বিধাতা,
কর দিয়া কাঙ্গালিনী।
ঝুটি বাত ছিঁয়া, মৎ কহ মাইয়া,
বৈঠ রহ ভিখারিণী ॥

৬। আঁখি জলে ভাসে বুক হাতে ক্ষীর সর।
কোথা রলি নীলমণি খেয়ে যা সত্বর ॥
(এসে খেয়ে যা রে) (কোথা রে বাপ নীলমণি)
(ও বাপ, খেয়ে যা রে ক্ষীরননী) (মোরা এসেছি তোর কথা শুনি)
(কোথা রে দুঃখিনীর জীবন) (বুঝি, তো বিহনে যায় রে জীবন)

৭। যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করে যজ্ঞেশ্বর হরি।
হস্তে ছিল স্বর্ণ ঝারি ভূমে গেল পড়ি ॥
(ঝারি পড়ে যে গেল রে) (কি যেন বা মনে প'ল)
(হৃদয় চঞ্চল ভেল) (বুঝি, মা যশোদা মনে হ'ল)
(নয়নে বহিছে জল) (বুঝি ব্রজলীলা মনে প'ল)
(শ্যামের আমার একি হলো)

তাল—গড় খেমটা।

৮। মা মা বলিয়ে গোপাল ডাকে উভরায়।
কোথা গো মা নন্দরাণী কোলে নে আমায় ॥
(আমায় কোলে নে মা) (ওমা, এল মা তোর নীলমণি)
(ওমা, খেতে দে মা ক্ষীরননী) (মাগো ক্ষুধাতে আকুল প্রাণী)
(কোথা গো মা কাঙ্গালিনী) (কোথা গো মা নন্দরাণী)

দশকুশী ।

৯। নারদ বলে মুরারি, এ খেলা বুঝিতে নারি,
কত লীলা জান লীলাময় ।
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, তুমি চন্দ্র দিবাকর,
তোমা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি লয় ॥

১০। তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ, নমঃ কৃষ্ণ ত্রিবিক্রম,
ভকতবৎসল দামোদর ।
রাজবেশে মা যশোদা, চিনিতে নারিবে কদা,
ব্রজের রাখাল বেশ ধর ॥

ঠুংরী ।

১১। যোগবলে ঋষিরাজ সাজাইয়ে দিল ।
বন্ধু বলে মাতৃকোলে গোপাল উঠিল ॥
(মায়ের কোলে যে উঠ্‌ল রে) (হেলে দুলে নন্দলাল)
(ক্ষীর সর খায় লাল) (সুখে, নাচে গায় সকল রাখাল)
(অঙ্গ, চাটিছে গোধনপাল) (দ্বিজ, জগৎ বলে হ'ল ভাল)

প্রভাস যজ্ঞ ।

রাই উক্তি ।

তাল—একতালা ।

প্রভাস যজ্ঞের দ্বারে সখিগণ সনে ।
আসিলেন কমলিনী শ্যাম দরশনে ॥

(ধনী ধেয়ে যে এল রে) (সুখ সম্মিলন তরে)
(বনফুল মালা করে)

১। ললিতা বিশাখা বৃন্দা চিত্রা রঙ্গদেবী।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা সঙ্গেতে সুদেবী॥
(সবে রাইয়ে ঘেরে রে) (চম্পকলতার সনে)
(কি জানি কি হ'ল মনে)

ঠুংরি।

২। হস্তে বাড়ি দ্বারিগণ দ্বার আবরিল।
অপমানে কমলিনী বসিয়ে পড়িল॥
(ভূমে বসে যে প'ল রে) (নিদারুণ অপমানে)
(কপালে কঙ্কণ হানে) (শ্যামের বিরহ-বাণে)

গড়্খেমটা।

৩। কেঁদে বলে প্যারী, কোথা গিরিধারী,
না হেরিনু চাঁদমুখ।
কি হ'তে কি হল, অমৃতে গরল,
বিদরিয়ে যায় বুক॥

৪। মিলন লাগিয়ে, আইনু ধাইয়ে,
দ্বারে এসে কি বিদায়।
তোমার বিরহে, পরাণ না রহে,
কোথা র'লে শ্যামরায়॥

৫। রাজার নন্দিনী, হ'য়ে কাঙ্গালিনী,
আইলাম ভব ভরে।
যা হবার হ'ল, আর কিবা বল,
বুঝি প্যারী প্রাণে মরে॥

৬। যজ্ঞের আহুতি দিতে শুনিলেন শ্যাম।
কমল নয়নে নীর ঝরে অবিরাম॥
(বারিধারা যে ঝরে) (সুবিমল গণ্ড ব'য়ে)
(মুক্তাফলনিভ হ'য়ে) (যেন নীলপদ্মে বৃষ্টিবিন্দু)

দশকুশী।

৭। ঠমকে ঠমকে যায়, মৃগ আঁখিঠারে চায়,
পীতধড়া করে ঝলমল।
চরণে নূপুর বাজে, শ্রীকরে মুরলী সাজে,
প্রস্ফুটিত শ্রীমুখকমল॥

৮। শ্যাম আগমন জানি, হেথা নটরাজরাণী,
হেটমুখে বসিলেন মানে।
আসি শ্যাম নটবর, যুড়িয়ে যুগল কর,
সাধিছেন আকুল পরাণে॥

ঠুংরি।

৯। কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যাম ভূমে গড়ি যায়।
অমনি পড়িল শির কিশোরীর পায়॥

(হায় কোথা লুটা'ব) (রাই পদে লুণ্ঠিত মাথা)

(দেহ বা লুটা'ব কোথা) (কে বুঝিবে মর্ম্ম কথা)

গড়্ খেমটা।

১০। উঠিলেন কমলিনী মান হ'ল দূর।

মিলিলেন রাধাশ্যাম মরি কি মধুর॥

(দোঁহে দাঁড়া'ল রে) (শ্যামের বামে কমলিনী)

(যেন, কালমেঘে সৌদামিনী) (শুন সব সাধুজন)

(যদি, হেরিবে নব মিলন) (তবে, নির্জ্জনে কর সাধন)

(জগদ্বন্ধুর এই আকিঞ্চন॥)

চৈতন্য—প্রচারণ

নাচে গোরা রসে ভোরা কিবা আবেশে অবশ অঙ্গ।

ভাবে গড়গড়, চরচর, করে মরি কত রঙ্গ॥

১। রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু বাজিছে চরণে।

শুনি শুনি, গুন্ গুন্, করে অলিগণে॥

(অলি গুন্ গুন্ করে) (পদতলে, গুন্ গুন্ করে)

(গোরার পদসুধা পিবার লাগি)

২। চারিদিকে প্রিয়জন আনন্দে মগন।

খোল করতালে করে মধুর কীর্ত্তন॥

(কি আনন্দ রে) (হরিনামের কি আনন্দ রে)

৩। ভাবাবেশে সীতানাথ গভীর গরজে ;
সুর-নর-খেচর মহানন্দে সাজে ॥
(সবে ভোর রে) (হরিনামে সবে ভোর রে)
(রাধানামে সবে ভোর রে)
(রাধাপ্রেমের বন্যার জলে সবে ভোর রে)

গড় খেমটা ।

৪। হরিনাম ধ্বনি, শুনি সুরধুনী,
উজান বহিয়া যায়।
বীচিমালা ল'য়ে পুলকিতা হ'য়ে,
প্রেমভরে চে'য়ে রয় ॥

৫। হরিনাম ধ্বনি, ছাইল অমনি,
অবনী-অম্বরময়।
(আবার) ব্রহ্মা-হরিহরে, হরিষ অন্তরে,
নেচে নেচে গায় জয় ॥

৬। বহিল প্রেমের বন্যা ভাসে জলস্থল।
গভীরে ডুবিয়ে র'ল ভকত সকল ॥
(সবে ডুবে যে র'ল রে) (রাধাপ্রেমের বন্যার জলে)
(ভকত মকর যত) (তাদের চিরসাধ পূর্ণ হ'ল)
(অগাধ গভীর জলে)

৭। তুমুল তরঙ্গ আর আনন্দ উচ্ছ্বাস।
বঞ্চিত করম দোষে জগদ্বন্ধু দাস ॥

(ভাগো হল না হল না) (গুরু অপরাধী আমি)
(বৈষ্ণব অপরাধী আমি) (আমি, হইনু নরকগামী)
বন্ধু হইল নরকগামী)

চৈতন্য-প্রচারণ

প্রেমে নাচে প্রেমে যাচে
আমার সোনার নিতাই চাঁদে।
ভাবে টলমল অবিরল
প্রেমে লও বলে কাঁদে ॥

একতালা।

১। অযাচিত কৃপাকারি নিত্যানন্দরায়।
আয় বলে, বাহু তুলে ডাকে উভরায় ॥
(বড় দয়াল রে) (যেচে প্রেম দেয়)

গড় খেমটা

ঘূর্ণিত আকর্ণ আঁখি প্রেমে ছল ছল।
পতিতেরে কোলে ধ'রে বলে হরিবল ॥
(দয়ার সীমা নাই) (যারে তারে প্রেম যাচে)

৩। আয় আয় ব'লে, ডাকিছে সকলে,
পাপী তাপী কে কোথায়।

রাধা প্রেমধন, অদের রতন
দিবরে কে নিবি আয় ॥

৪। গুপ্ত ভাণ্ডার, এনেছি এবার,
সকলে বিলাব ভাই।
কে কোথা আছিস, আর না ভুলিস্,
আয় গৌরগুণ গাই ॥

ঠুংরি।

৫। এত বলি নিত্যানন্দ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বহিল প্রেমের বন্যা ভাসিল সংসার ॥
(ধরা ভেসে যে গেল রে) (রাধাপ্রেমের বন্যার জলে)

৬। ত্রিলোক হইল ধন্য বাড়িল উল্লাস।
বঞ্চিত আপন দোষে জগদ্বন্ধুদাস ॥
(ভাগ্যে ছিলনা ছিল না) (যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল)
(যেমন কর্ম্ম তেমনি হ'ল) (বন্ধুই বঞ্চিত হ'ল)
(সবে হরি হরি বল)

প্রার্থনা।

তাল—লোফা।

হা কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু পতিতপাবন।
(আমার কিবা হবে নাথ) (বৃথা কাজে দিন গেল).
(আমার রিপুসেবায় দিন গেল) (সদা রিপুসেবায় দিন গেল)
(মানব জনম বৃথা গেল) (এমন সাধের জনম বৃথায় গেল)
(বড় সাধের জনম বৃথা গেল) (দিনত ফুরায়ে গেল)
(প্রভু দিনত ফুরায়ে গেল) (বুঝি নিকটে শমন এল)
দাস বলে' দয়া কর মুই অভাজন ॥
(আমার ত্রাণ কর নাথ) (পতিতপাবন নাম ধরে')

১। দয়া কর অবধূত বসুধা জীবন।
(আমায় দয়া করহে) (ওহে পদ্মাবতীর নন্দন)
(ওহে, জাহ্নবা জীবন) (ওহে ও বসুধা জীবন)
(ওহে, নিতাই ত্রিলোকতারণ) (নিত্যানন্দ পতিতপাবন)
পদ্মাবতীর প্রাণধন অন্ধের নয়ন ॥
(তুমি কাঙ্গালের ধন হে) (কাঙ্গাল বড় ভালবাস)

দশকুশী।

২। কোথা শান্তিপুরেশ্বর, কিঙ্করে করুণা কর,
কোথা মোর প্রাণ গদাধর।
(আর কি দেখা পাব হে) (কোথা শান্তিপুরেশ্বর)
(কোথা প্রাণ গদাধর) (গৌর প্রাণ গদাধর)

(প্রাণের প্রাণ গদাধর) (গদাধর গুণধর)
(প্রেমনিধি গদাধর) (গদাধর প্রেমধর)
(প্রেম দানে কর পার)

৩। কোথা দয়াল শ্রীবাস, বাসুদেব হরিদাস,
রূপস্বরূপ দামোদর ॥
(আর কি দয়া হবে হে) (কোথা দয়াল শ্রীবাস)
(বাসুদেব হরিদাস) (রূপ স্বরূপ গৌরীদাস)
(নাশ মোর মায়াপাশ) (কীট কর্ম্ম বন্ধ ফাঁস)
(এ বড় মনের আশ) (প্রেমদানে লহ পাশ) (লহ দাসে নিজপাশ)
(দাসে ক'রোনা নৈরাশ) (চিরদাসেরে করোনা নৈরাশ)

গড়্ খেমটা।

৪। ত্রিলোকতারণ, ত্রিতাপহরণ,
কোথা গৌরভক্তবৃন্দ।
বন্ধ মায়াপাশে, উদ্ধার এ দাসে,
দিয়ে চরণারবিন্দ ॥

৫। দিয়ে শুদ্ধাভক্তি, কর অনাসক্তি,
কামিনী কাঞ্চনবশে।
পিয়ে প্রেমসুধা, যাবে সব ক্ষুধা,
মজিব গৌরাঙ্গ রসে ॥

প্রার্থনা।

গড় খেমটা।

কৃপা পাব, ব্রজে যাব, অমনি পশিব শ্রীবৃন্দাবনে।
কুঞ্জে মেগে খাব, গুণ গাব, বেড়াইব বনে বনে ॥

একতালা।

১। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
মাধব রাধাবল্লভ, শ্রীরাধারমণ ॥
(কবে দেখা পাব) (চির সাধ পূর্ণ হবে)
দামোদর শ্যামসুন্দর গিরিধারী।
বিনোদ-বল্লভিকান্ত বঙ্কবিহারী ॥
(কবে দরশিব) (সাদরে হৃদয় ভরে')
৩। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
গোকুল কালিন্দীকূল কুসুমকানন ॥
(কত সাধ আছে) দরশিব লুটাইব)

গড় খেমটা ॥

৪। হা গৌরাঙ্গ বলে' কবে কুতূহলে,
ভ্রমিব দ্বাদশ বন।
বৃষভানুপুর, যাবট মধুর,
নন্দগ্রাম সুদর্শন ॥

৫। কুণ্ডে কুণ্ডে স্নান, করি সমাধান,
আসিব রাসমণ্ডলে ॥

নয়নে নেহারী, দু'বাহু পশারি,
লুটা'ব হা রাধা বলে ॥

৬। ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করিবেন আলিঙ্গন
জড় হেন পড়িব চরণে ।
(মুই প'ড়ে যে রব মা) (ঠাকুর বৈষ্ণব পদে)

৭। কৃপা আজ্ঞা ধরি শিরে, ভাসিব নয়ননীরে,
দাস হব দেহপ্রাণমনে ।।
(পদে বিকাইব মা) (চির সাধ পূর্ণ হবে)

ঠুংরি ।

৮। বৈষ্ণবকণিকা আর করপুটে পান।
করঙ্গ কৌপীন ডোর বাহু উপাধান ॥
(বড় আশা যে আছে গো) (বিরক্ত বৈষ্ণব হব)

৯। সদা রজ-স্নাত-তনু তরুতলে বাস।
বড় সাধে বুক বাঁধে জগদ্বন্ধুদাস ॥
(মোরে দয়া কর হে) (গুরু গৌর বৈষ্ণবগণ)
(এই বিনে গতি নাই) (বন্ধুর অন্য গতি নাই)
(পাদপদ্মে দেও ঠাঁই)

প্রার্থনা ।

তাল—লোফা ।

হা রাধাগোবিন্দ বলে কবে ব্রজে যাব।
(আমি ব্রজে যে যাব রে) (আমার দেহমনপ্রাণের আশা)

(আশা কি হবে নৈরাশা)
অতুল অমূল্য রজে, এ দেহ লুটাব ॥
(দেহ লুটাব রে) (অতুল অমূল্য রজে)
(ও সেই, ব্রজ গোপীর পদরজে)

১। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিয়া ধূলায়।
(আমি কবে বা দেখ্‌ব রে) (ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন)
(আমার বাঁকা সখার পদরেখা)
কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষ পাতিব তাহায় ॥
(বুক পেতে যে দিব রে) (ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নে)
(আমার প্রাণকান্তের পদচিহ্নে)
(আমার রাধাকান্তের পদচিহ্নে)
(আমি, চিহ্ন হেরি লব চিনে)

২। সানন্দে বসিব কেলী কদম্ব ছায়ায়।
(আমি বসে যে রব রে) (কেলী কদম্বের তলে)
(ও সেই কালিন্দী যমুনাকূলে)
আঁখি জল উপহার দিব যমুনায় ॥
(আঁখি জল যে দিব) (যমুনা তটিনীর জলে)
(আমি ডাকব রাধাকৃষ্ণ বলে') (আমি কাঁদব রাধাকৃষ্ণ বলে')

দশকুশী।

৩। প্রদক্ষিব বৃন্দাবন, নিধু-নিকুঞ্জকানন
বংশীবট যমুনা পুলিন।

(আমি প্রদক্ষিব গো) (জয় রাধা শ্রীরাধা বলে')
(জয় রাধা গোবিন্দ বলে')

৪। গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে, নমিব প্রফুল্ল মনে,
শ্রীকুণ্ডের হব সম্মুখীন ॥
(আমি প্রণমিব রে) (গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে)
(মধুর কুসুমবনে) (আমার শ্যামকুণ্ড দরশনে)
(জয় রাধাকুণ্ড দরশনে)

তাল—লোফা।

৫। শ্যামকুণ্ড তীরে বসি, স্মরিব সে কালশশী,
রাধাকুণ্ড রূপিনী কিশোরী।
(আমি ভাবিব ভাবিব) (দক্ষিণে মুরলীধারী)
(বামে প্রাণেশ্বরী প্যারী) (চৌদিকে গোপকুমারী)

৬। কেঁদে রাধাকুণ্ড নীরে পরশিব ধীরে ধীরে,
দেখা কি দিবেন প্রাণেশ্বরী ॥
(আমায় দেখা কি দিবেন গো) (বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা)
(সেই রাসরসেশ্বরী রাধা) (আমার ঘুচিবে মনের বাঁধা)

গড় খেম্‌টা

৭। নিকুঞ্জকাননে সখীগণ সনে,
শ্যাম অভিসারে যাব।
কুসুম বাসরে, রাধা দামোদরে,
একাসনে দেখা পাব ॥

৮। বন্ধু অভিমত, হব অনুগত,
যুগল সেবার লাগি।
দোঁহ দরশনে, দেহ প্রাণমনে,
প্রেমধন লব মাগি॥

একতালা।

৯। সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণ কৃপায় রে।
দাস জগদ্বন্ধু যেন গোপীদেহ পায় রে॥
(আমায় দয়া কর) (সাধু গুরু বৈষ্ণবগণ)
(ব্রজের গোপিনীগণ) (ব্রজের ভকতগণ)
(প্রাণের গৌর ভক্তগণ)

প্রার্থনা।

ধর ধর হে শ্রীধর আমার পাতক-মন্দারভার।
দিয়ে রাঙ্গাপদ, কোকনদ, ভবার্ণবে কর পার।

একতালা।

১। ধর ধর চক্রধর, ধর সুদর্শন।
দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণে করহে শাসন।
(আমায় রক্ষা কর) (দারুণ ইন্দ্রিয় হ'তে)
ধরি কৌমুদকী, ও নন্দকী কুমতি কর বিদার।

২। কোথা পীতবাস পদ্মপলাশলোচন।
প্রমত্ত প্রপঞ্চ করে করহে মোচন।
(আমায় মুক্ত কর) (এ পাপ প্রপঞ্চ হ'তে)
ত্বরা কর নাশ, শ্রীনিবাস, ষড়রিপু অহঙ্কার ॥

৩। হর হর মুরহর, করম প্রচণ্ড।
নন্দকে প্রাক্তন মোর কর খণ্ড খণ্ড।
(হরি হর হর) (কামনা করম যত)
মোরে দিয়ে শক্তি, নিরাশক্তি, কর কেশব এবার।

৪। পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ কর জনার্দ্দন।
আতঙ্কে রহিবে দূরে রবির নন্দন।
(ভয়ে দূরে যাবে) (রব শুনে রবিসুত)
কর দৃষ্টিপাত, দীননাথ, ডাকে পাপী অনিবার।

৫। হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৈটভদলন।
প্রসীদ পতিতে তব ত্রিলোকপালন ॥
(আমায় দয়া কর) (অধম পতিত বলে)
দাসে দিয়ে ক্ষেম, ভক্তি প্রেম' দেখাও মহিমা তোমার ॥

৬। জাগ হৃদয়-কমলে লক্ষ্মীনারায়ণ।
নেহারি নয়ন ভরে' অনন্ত শয়ন।
(আমায় দেখা দেও) (ক্ষীরোদ শয়নরূপে)
দিয়ে দরশন, পরশন, নাশ বন্ধু অন্ধকার ॥

প্রার্থনা।

গড় খেমটা।

ধর ধর বংশীধর তোমার দাসীরে গ্রহণ কর।
মোর ধরি কর, গুণাকর, সকল সন্তাপ হর॥

একতালা।

১। কর কর নাগর এ পাণিগ্রহণ।
চির সাধ মাধব পূরাও এখন॥
(সাধ পূরাও হে নাথ) (নাথ, এ পাণিগ্রহণ কর)

২। গুরুরূপা সখী বামে নেহারি নয়নে।
নিরবধি রহিব চরণ সেবনে॥
(মোরে সেবা দাও) (বারেক কটাক্ষ করে')

৩। শীতল যমুনা জলে ধোয়া'ব চরণে।
বন-কুসুম-চন্দনে পূজিব যতনে॥
(সবে পূজিব) (কত কত বনফুলে)

ঠুংরি।

৪। ক্ষীর সর নবনীতে কত বনফলে।
যতনে তুলিয়া দিব বদন কমলে॥
(সাধে তুলে যে দিব রে) (ক্ষীর সর বনফল)
(আর কর্পূরবাসিত জল) (প্রেমে হ'য়ে টলমল)

৫। সুবাসিত সলিলে করা'ব আচমন।
বসা'ব রতনাসনে যুগল রতন॥

(দোঁহে বসাইব রে) (রতন আসনোপরি)
(নেহারিব আঁখি ভরি)

৬। ঢু'করে চামর ধ'রে করিব বাতাস।
ভাবাবেশে সেবা মাগে জগদ্বন্ধুদাস ॥
(মোরে সেবা যে দাও হে) (কোথা শ্রীরূপ মঞ্জুরী)
(কোথা ললিতা সুন্দরী) (কোথা বৃন্দাবনেশ্বরী)
(কোথা রাধে প্রানেশ্বরী) (জগদ্বন্ধু দাসেশ্বরী)

প্রণতি।

রাগিনী খাম্বাজ—চৌতাল।

নমস্তে মুরলীধর, মুকুন্দ বেনুবাদন।
নমঃ হরি ব্যোমহারী মাধব মনোমোহন ॥
নমঃ নিকুঞ্জবিহারী, গিরি-গোবর্দ্ধনধারী।
গহন কাননচারী, নমঃ কালীয়দমন ॥
স্বর্ণের নূপুর পায়, নখে শশী শোভা পায়।
ব্রহ্মাদি ধ্যানে না পায়, নমঃ নিত্য, নিরঞ্জন ॥
পানিতল কোকনদ, স্ফটিকখচিত রদ।
রাধাপ্রেমে গদগদ নমঃ যশোদাজীবন ॥
চৌদিকে গোপকামিনী, বামে রাই বিনোদিনী।
নীল নীরদে দামিনী, নমঃ বন্ধু বিভূষণ ॥

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুর শ্রীকরাঙ্কিত

অবিকল ব্লক

[illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলী

৫০ পৃষ্ঠা

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

সংকীর্ত্তন পদামৃত	১৲	বন্ধুলীলা তরঙ্গিনী—
সংকীর্ত্তন পদাবলী	৸০	প্রথম খণ্ড
হরিকথা (ছাপা নাই)	১৲	দ্বিতীয় খণ্ড
মহানাম তত্ত্বমঞ্জরী ,,	I৵০	তৃতীয় খণ্ড
চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু		বন্ধুস্মরণ মঙ্গল
মহামৃত্যুরঙ্গ		হরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল
		শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি (৩য়

গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান

শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম, ডাহাপাড়া (মুর্শিদাবাদ)

ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী পাটুয়াটুলী (ঢাকা)

"মহাউদ্ধারণ মঠ" ৫৯, মানিকতলা মেন রোড, কলিকা

শ্রীভগবতী চরণ দত্ত, রাণীর চড় (নবদ্বীপ)

শ্রীসচ্চিদানন্দ দত্ত, সিরাজগঞ্জ বাজার (পাবনা)

